AGUS

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা

জয়াগ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

সভাপতির বাণী

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে ২০০০ সালে আত্ম প্রকাশ করে। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সংগঠনের মর্যদা ও সরকারের সহযোগী সংগঠন হিসেবে টেকসই প্রতিষ্ঠানে হিসেবে বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে সমাজসেবা অধিদফতর নোয়াখালী কর্তৃক নিবন্ধিত, ২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী তালিকাভুক্ত এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির, সনদ নং- ০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সংস্থাটি দারিদ্র বিমোচনের জন্যে কাজ করে আসছে। সামাজিক নিরাপত্তাসহ নারীর অধিকার সংরক্ষন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, আয়বর্ধক কাজে প্রশিক্ষন, ঋণ সহায়তা প্রদান, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পূর্নবাসন সহায়তা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে।

সংস্থাটি সব সময় সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজকে প্রাধ্যন্য দিয়ে কাজ করে। সংস্থার একটি শক্তিশালী সাধারন পর্ষদ ও কার্যনির্বাহী পর্ষদ রয়েছে। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারন পর্ষদ বছরে একবার মিলিত হয়ে সংস্থার আয় ব্যয় ও কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকেন। ৭ সদস্যর কার্য নির্বাহী পর্ষদ প্রতি ২ বছর অন্তর সাধারন পর্ষদের ভোটে নির্বাচিত হয়। প্রতি ২ মাস অন্তর কার্য নির্বাহী পর্ষদের সভায় সংস্থার কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকেন।

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার ২৩ বৎসর ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনা তৈরী কাজে যাহারা নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে এবং সংস্থার হিতাকাংখী, স্বেচ্ছাসেবী, কর্মীবৃন্দ যারা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: মহি উদ্দিন
সভাপতি
কার্য নির্বাহী পরিষদ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাণী

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা ২০০০ সালের জুলাই মাস হতে গ্রামীন দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যানে আজ ২২ বৎসর যাবত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করে অনুকুল এবং প্রতিকুল অবস্থায় কাজ করে আসছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ২৩ বৎসর পূর্ন হবে। প্রতি বৎসরই কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন ও পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য বারের মত এবারও ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হল। এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার ২৩ বৎসর ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনা তৈরী কাজে যাহারা নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে এবং সংস্থার হিতাকাংখী, স্বেচ্ছাসেবী, কর্মীবৃন্দ যারা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাছাড়া আমাদের উদ্যোগকে এবং কর্মসূচী সমূহকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য কর্মএলাকা পরিদর্শন করে যাহারা সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ।

দরিদ্র অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির স্থায়ী উন্নয়ন হোক, গণমানুষের উন্নয়ন ও কল্যানে এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মীদের উন্নতি হউক, গ্রামীন দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যানে সংস্থার কর্মসূচী বাস্তবায়ন হউক এ আশা রইল।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা
জয়াগ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

সংস্থার পরিচিতি

নিবন্ধন সনদপত্র

ভূমিকাঃ এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। ২০০০ সালের ১৯ জুন সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংস্থাটির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীন দ্ররিদ্র অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করে তাদেরকে সংগঠিত ও সচেতনতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমষ্টিগত উদ্যেগকে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্যঃ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা দুঃস্থ্য, ভাগ্যহত মানুষের সেবার পাশাপাশি তাদের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। গ্রামীন ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, শ্রমজীবী, দরিদ্র, হতদরিদ্র নিরক্ষর জন গোষ্ঠিকে সচেতন ও সংগঠিত করা এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিৎ করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।
অত্র সংস্থা শুরু থেকেই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্য নিন্মোক্ত বিষয়ে প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

১) লক্ষিত জনগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করে তাদের অবস্থা সন্মন্ধে সম্যক ধারনা লাভ করে তৃনমূলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।

২) সমস্যা চিহ্নিতকরন বিশ্লেষন ও সমস্যা থেকে উত্তোরনের সম্ভাব্য পন্থা নির্ধারন করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কলা কৌশল অবলম্বনে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।

অভিষ্ট জনগোষ্ঠীঃ সমাজে তৃনমূল পর্যায়ে সবচেয়ে ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, শ্রমজীবী, দরিদ্র, হতদরিদ্র (কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে) এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী অর্ন্তভূক্ত। উল্লেখ্য এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা কর্ম এলাকার অভিষ্ট মহিলাদের উন্নয়নে অংশগ্রহন সুনিশ্চিৎ করার জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, ঢাকা

আইনগত মর্যাদাঃ এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর, নোয়াখালী নিবন্ধনকৃত, নিবন্ধন নং- নোয়া- ৫২৯, তারিখঃ ১৩-০৬-২০০১ এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর স্বীকৃতি, স্বীকৃতিপত্র নং- ২৮, তারিখ: ৩১-১২-২০১৭, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নম্বর-০৭, তারিখ: ২৭-১২-২০১৮ এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদ নং- ০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭, তারিখঃ ১৭-০১-২০১০।

সদস্য সংগঠনঃ এসোসিয়েশন অব ডেভোলপমেন্ট এজেন্সী ইন বাংলাদেশ (এডাব), ক্রেডিট ডেভোলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ), এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন (এনজিও ফোরাম), মিডিয়া কমিউনিকেশন ফাউন্ডেশন (এনসিএফ) কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক) কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট সার্পোট (সিডিএস) জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এনডিএফ) দি ইনষ্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসী রাইটস (আইডিআর), পিপলস হেলথ মুভমেন্ট (পিএইচএম), ম্যাক ফাউন্ডেশন (এমএফ)।

কর্ম এলাকাঃ

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন
নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	জয়াগ
		নদোনা
		দেওটি
		আমিশাপাড়া
		চাষীর হাট
		সোনাইমুড়ী পৌরসভা
		বজরা
		বারগাঁও
		নাটেশ্বর
		অম্বরনগর
		সোনাপুর
	চাটখিল	নোয়াখলা
		মোহাম্মদপুর
		পাঁচগাঁও
		চাটখিল পৌরসভা
		বদলকোট
		পরকোট
		হাটপুকুরিয়া
	বেগমগঞ্জ	দূর্গাপুর
		নরোত্তমপুর
		চৌমুহনী পৌরসভা
		রাজগঞ্জ
		জিরতলী
		একলাছপুর
		আলাইয়ারপুর
		ছয়ানী
		মীরওয়ারিশপুর
		কুতুবপুর
		শরীফপুর
		হাজীপুর
	নোয়াখালী সদর	নোয়ান্নই
		নোয়াখালী পৌরসভা
		নেয়াজপুর
		কাদিরহানিফ
		বিনোদপুর
	সূর্বনচর	চরজব্বর
		চরজুবলী
	সেনবাগ	ছাতারপাইয়া
		কেশারপাড়
		কাবিলপুর
		অর্জুনতলা
	কবিরহাট	সুন্দলপুর
		নরোত্তমপুর
		কবিরহাট পৌরসভা
	মনোহরগঞ্জ	সরসপুর
		বাইশগাঁও

কুমিল্লা		হাসনাবাদ
		বিপুলাসার
		নাথের পেটুয়া
	নাঙ্গলকোট	ঢালুয়া
		দৌলখাঁড়
		বক্সগঞ্জ
লক্ষীপুর	রামগতি	চর পোড়াগাছা
		চরগাজী
		চর রমিজ
		বড়খেরী
		চর বাদাম
		চর আলগী
	কমলনগর	চর সীতা
		চর কাদিরা
		চর ফলকন
	রামগঞ্জ	নোয়াগাঁও
		চন্ডীপুর
		লামচর
		করপাড়া
		ভোলাকোট
		ভাটরা
	লক্ষ্মীপুর সদর	উত্তর হামছাদী
		দক্ষিন হামছাদী
		দালাল বাজার
		চররুহিতা
		দত্তপাড়া
		চন্দ্রগঞ্জ
		হাজীরপাড়া
		চরশাহী
		মান্দারী
		দিঘলী
		লাহারকান্দি
		তেয়ারীগঞ্জ
	রায়পুর	বামনী
		কেরোয়া
		সোনাপুর
		রায়পুর পৌরসভা
		চর মোহনা
		চরপাতা
চাঁদপুর	শাহরাস্তি	সূচী পাড়া

কর্মসূচী সমূহ

* দল গঠন * স্বাস্থ্য * প্রশিক্ষন কর্মসূচী * নার্সারী স্থাপন * ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী
* বৃত্তি প্রদান * জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালন * মাদকমুক্ত সমাজগঠন
* আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা * যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
* প্রতিবন্ধী সেবা চিকিৎসা ও পূর্নবাসন * গৃহায়ন কর্মসূচী * এইড্স প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা
* জনগনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিৎ কল্পে ক্লিনিক্যাল সার্ভিস প্রদান
* পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী
* কৃষি ও পরিবেশ * মৎস্য চাষ * লাইব্রেরী ও পাঠাগার * ক্রীড়া ও গনসাংস্কৃতি * মানবাধিকার
* দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ।

ব্যবস্থাপনাঃ কার্যক্রম পরিচলনার জন্য এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার দুইটি পরিষদ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১) সাধারন পরিষদ- বাৎসরিক একবার সভায় মিলিত হয়ে কার্য নির্বাহী পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রমের তদারকি ও অনুমোদন করে থাকে।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদ - প্রতি ২-৩ মাস পর পর সভায় মিলিত হয়ে সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকে। কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক একদল প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী ও স্বেচ্ছা সেবকের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সংস্থার বার্ষিক সাধারন সভা

গত ২৯ জুন ২০২২ তারিখে সংস্থার ৩৩তম বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, রামগতি উপজেলা

সংস্থার বার্ষিক সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা

বীরমুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়ক
জয়াগ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

কার্য নির্বাহী পরিষদ (২০২০-২০২৩)

ক্র. নং.	কার্য নির্বাহী পরিষদের পরিচালক/ সদস্যগণের নাম	পদবী	পিতা, মাতা, স্বামী ও স্ত্রী নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	ঠিকানা	কোন তারিখ থেকে সদস্য	বর্তমান কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার মেয়াদ		ছবি
								হইতে	পর্যন্ত	
০১.	**মোঃ মহি উদ্দিন** NID-7511057730514	সভাপতি	পিতা- মোঃ আম্বর আলী মাতা- সুফিয়া খাতুন স্ত্রী- শামীমা আক্তার	এম.কম	চাকুরী	গ্রাম- নিজভাওর, পোঃ- পাঁচগাঁও, উপজেলা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী।	০১-০৭-২০১৮	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	
০২.	**আবুল কাশেম** NID-7511038715974	সহ সভাপতি	পিতা- মন্তাজ আমিন মাতা- রহিমা বেগম স্ত্রী- রুবি আক্তার	বি.এ	ব্যবসায়ী	গ্রাম- মলংমুড়ী, পোঃ- জয়াগ উপজেলা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী।	১৫-১০-২০০০	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	
০৩.	**মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল** NID-7518359436645	সাধারণ সম্পাদক	পিতা- নুরুল হক মাতা- লতিফা খাতুন স্ত্রী- পারভীন আক্তার	বি.এ	চাকুরী	গ্রাম- যুগিখিলপাড়া, পোঃ- জয়াগ, উপজেলা- সোনাইমুড়ী, জেলা- নোয়াখালী।	১১-০৭-২০০০	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	
০৪.	**ইসমত আরা বেগম** NID-7518335591740	কোষাধ্যক্ষ	পিতা- মোঃ আলাউদ্দিন মাতা- খতিজা বেগম স্বামী- মোহাম্মদ হোসেন	বি.কম	চাকুরী	গ্রাম- নান্দিয়াপাড়া, পোঃ- নান্দিয়াপাড়া, উপজেলা- সোনাইমুড়ী, জেলা- নোয়াখালী।	১৫-১০-২০০০	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	
০৫.	**মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন** NID-7511038717884	নির্বাহী সদস্য	পিতা- মোঃ আবদুল করিম মাতা- মনোয়ারা বেগম স্ত্রী- রেহেনা বেগম	বি.কম	চাকুরী	গ্রাম- কুলশ্রী পোঃ- দরগাহ বাজার, উপজেলা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী।	১৩-০৭-২০০০	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	
০৬.	**নাছরিন রুলতানা** NID-7518359432870	নির্বাহী সদস্য	পিতা- আবদুর রহমান মাতা- সাজেদা বেগম স্বামী- গোলাম রাব্বী কবির	এম.এস.এস	চাকুরী	গ্রাম- তুষি পোঃ- জয়াগ উপজেলা- সোনাইমুড়ী, জেলা- নোয়াখালী।	১৩-০৬-২০০৯	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	
০৭.	**নাছরিন আক্তার** NID-7518359433591	নির্বাহী সদস্য	পিতা- আবুল কালাম আজাদ মাতা- ছকিনা বেগম স্বামী- আবু রায়হান	বি.এস.এস	সমাজ কর্মী	গ্রাম- ভাওরকোট, পোঃ- জয়াগ, উপজেলা- সোনাইমুড়ী, জেলা- নোয়াখালী।	২৫-০৬-২০১২	২৯-০৬-২০২০	২৯-০৬-২০২৩	

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনে সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সংস্থার মাসিক সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

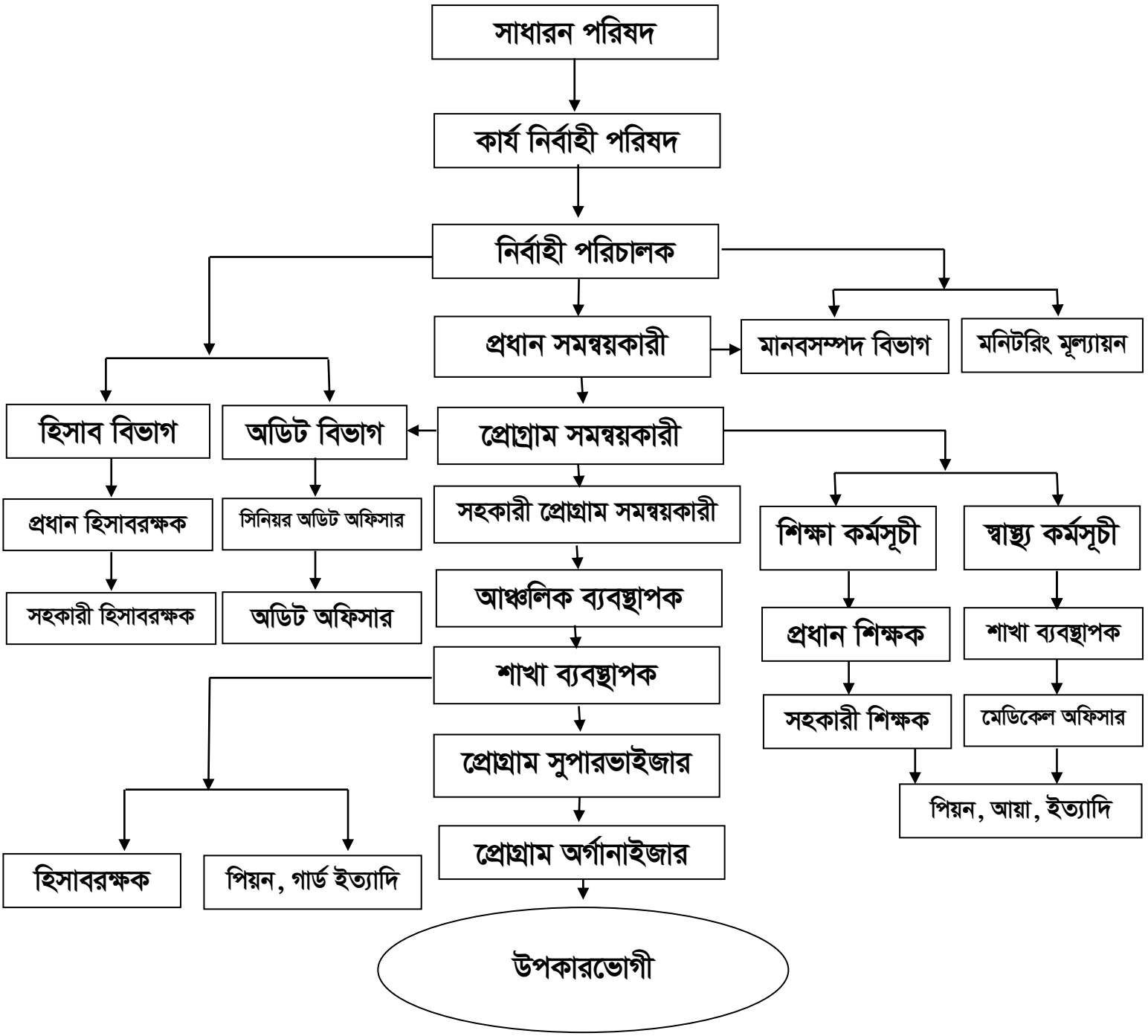

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত চলমান কর্মসূচী সমূহঃ

১) ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী

২) আর্সেনিক মিটিগেশন কর্মসূচী

৩) মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

৪) সঞ্চয় ও ঋন কর্মসূচী

৫) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (সংলাপ কার্যক্রম)

৭) কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী

৮) প্রতিবন্ধী সেবা চিকিৎসা ও পুর্নবাসন

৯) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, এইচআইভি/ এইডস

১০) গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচী

১১) গণপাঠাগার/ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র

১২) এনএফপিই কর্মসূচী

১৩) কোয়ালিটি শিক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার উপকারভোগীদের সাথে ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর কর্মকর্তা ও সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা।

প্লোট্রি ফার্ম, কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী

প্রকল্পের নাম	কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী
অর্থায়নে	ঢাকা ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, যমুনা ব্যাংক লিঃ, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কর্মাস ব্যাংক লিঃ, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ।
কার্যক্রমের সময়কাল	এপ্রিল ২০১২ হতে চলমান
বরাদ্দকৃত তহবিল	৫.১৫ কোটি টাকা
প্রকল্পে নিয়োজিত লোকবল	৯১ জন
কর্মএলাকা	মনোহরগঞ্জ, নাঙ্গলকোট, শাহরাস্তি, সোনাইমুড়ী, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ, নোয়াখালী সদর, কবিরহাট, সূর্বনচর, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর, রামগতি ও কমলনগর উপজেলা।

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তাসহ পরিবেশ ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে সমস্ত বিশ্ব কৃষিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা ও অর্থনীতিকে সমুন্নত রাখার জন্য অকৃষি খাতের পাশাপাশি কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণের প্রবাহ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করনের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড যাতে ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটে সেই দিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

মূল লক্ষ্যঃ কৃষিঋণ সুবিধায় বর্গাচাষীসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থের যোগান দেওয়া এই নীতিমালার মূল লক্ষ্য।

ঋণের খাতসমূহঃ কৃষি ঋণের প্রধান ০৩টি খাত- ১। শস্য ২। মৎস্য ৩। পশু সম্পদ

১০ টাকার হিসাবধারীদের মধ্যে চেক বিতরণ করছেন, জনাব টিনা পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কৃষি ঋণের খাত সমূহঃ

১। শস্য উৎপাদন- ধান, গম, ইক্ষু, ভূট্টা, আলু, সয়াবিন, বাদাম, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, সরিষা, টমেটো, ফুল কপি, বাঁধা কপি, ফল চাষ (কলা, আনারস, বাউকূল, আপেলকূল, তরমুজ, বাঙ্গী) ইত্যাদি।

২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন- চিংড়ি, কৈ, মাগুর, শিং, রুই, কাতলা, মৃগেল, মনোসেক্স তেলাপিয়া, মাছের রেনু উৎপাদন ও মাছের খাদ্য উৎপাদন।

৩। পশু সম্পদ উন্নয়ন- গবাদি পশু পালন, গাভী, হাঁস-মুরগী, পোল্ট্রি খামার, দুগ্ধ খামার, গরু মোটাতাজাকরন, ছাগল/ ভেড়ার খামার স্থাপন, গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি।

৪। কৃষি উপকরন- পাওয়ার টিলার, ফসল মাড়াই যন্ত্র, সেচ যন্ত্র, গভীর/অগভীর/ হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি।

৫। গ্রামীন পরিবহন- নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ী ইত্যাদি।

৬। অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম- ফুল চাষ, রেশম চাষ, মৌ চাষ, পান চাষ, লবন চাষ, মাশরুম চাষ ও নার্সারী ইত্যাদি।

ঋণের সীমাঃ প্রাথমিক অবস্থায় সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা

ঋণের মেয়াদঃ সর্বোচ্চ ১ বছর।

মৌসুমী ঋণঃ মেয়াদ ৬ মাস।

ঋণের সার্ভিস চার্জঃ সাপ্তাহিক বা মাসিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৪%।

(ক্রমহ্রাসমান ঋণ স্থিতির ভিত্তিতে)

ঋণের কিস্তির সংখ্যাঃ সাধারন ঋণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ১ বছরের জন্য প্রদত্ত ঋণে-

সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক/ মাসিক চুক্তি মোতাবেক আদায় করতে হবে।

সয়াবিন প্রকল্প পরিদর্শন করছেন, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক) সাপ্তাহিক কিস্তির ক্ষেত্রে ৪৬টি কিস্তি এবং আদায় প্রক্রিয়া হবে গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋনের অনুরূপ।

খ) মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে ১১টি কিস্তি। প্রথম কিস্তি আসবে যে মাসে বিতরন করা হবে তার পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ মাসের যে তারিখেই বিতরন করা হোক না কেন তার আদায়যোগ্য ধরতে হবে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে। মাসিকের এই ১১টি কিস্তির মধ্যে প্রথম কিস্তিতে হাজারে ১৩৫ টাকা আদায় করতে হবে এবং পরবর্তী ১০টি কিস্তিতে হাজারে ১০০ টাকা করে আদায় করতে হবে।

গ) পাক্ষিক কিস্তির ক্ষেত্রে ২২টি কিস্তি। যে সপ্তাহে ঋণ বিতরন করা হবে তার পরের সপ্তাহে কোন কিস্তি আসবেনা, প্রথম কিস্তি আসবে তার পরের সপ্তাহে এবং তার পর থেকে দুই সপ্তাহ পর পর কিস্তি আদায় করতে হবে। পাক্ষিকের এই ২২টি কিস্তির মধ্যে ১ম কিস্তিতে হাজারে ৮৯ টাকা করে আদায় করতে হবে এবং পরবর্তী ২১টি কিস্তি হাজারে ৫০ টাকা করে আদায় করতে হবে।

ঋণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডঃ

- সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের তারিখ হতে ঋনের প্রথম কিস্তি আদায়ের নূন্যতম বিরতি কাল হবে ১৫ দিন অর্থাৎ ৩য় সপ্তাহ থেকে আদায় করতে হবে।
- মাসিক আদায়ের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড নেই।

অগ্রীম কিস্তি আদায়ের পদ্ধতিঃ সাপ্তাহিক কিস্তি ক্ষুদ্র ঋনের অনুরুপ হবে। তবে পাক্ষিক ও মাসিক কিস্তি ক্ষেত্রে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ২টি ও ১টি কিস্তি অগ্রীম জমা নেয়া যাবে। সার্ভিস চার্জের উপর যুক্তি সংগতহারে রিবেট প্রদান সাপেক্ষে ২ বা ততোধিক পাক্ষিক ও মাসিক কিস্তির অগ্রীম কিস্তিও জমা নেয়া যাবে। তবে উল্লেখিত কিস্তি জমা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্মকর্তাকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

ঋন গ্রহনকারীর যোগ্যতাঃ

১। কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যবলে বিবেচিত হবে। সাধারনভাবে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্যবলে বিবেচিত হবে না।

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতা আবুল খায়ের, দেওটি

২। বর্গাচাষীদের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে জমির মালিকের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ পূর্বক ঋণ দেয়া যাবে। জমির মালিকের প্রত্যয়ন পত্র না পাওয়া গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বা গন্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে বর্গাচাষিদের ঋণ দেয়া যাবে। এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রের সঠিকতা সংশিষ্ট কার্যক্রম সংগঠক ও প্রকল্প কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র বা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষক পরিচয়পত্র অবশ্যই থাকতে হবে।

আবেদন গ্রহন এবং বিবেচনাঃ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন মৌসুম শুরু হবার অন্তত ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সংগঠকের মাধ্যমে ঋণের আবেদন সংগ্রহ করবেন এবং তা সরেজমিনে যাচাই বাছাই পরবর্তী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। ঋণ আবেদনে উৎপাদন এলাকা, জমি/ প্রকল্পের, আয়তন (শতাংশ) উৎপাদিত ফসলের আনুমানিক পরিমান ও আনুমানিক বিক্রয়মূল্য এবং যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করবেন, ঋণ বিতরনের পূর্বে উক্ত তথ্যের সঠিকতা নিরুপন অতি আবশ্যক। যা বর্তমান ঋণ পিপি-র সাথে আলাদা কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।

আপদকালীন তহবিল সুবিধাঃ ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বিতরনরকৃত ঋণের জন্য এজিইউএস এর বর্তমান প্রচলিত আপদকালীন তহবিল নিয়মাবলী বলবৎ থাকবে এবং অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে সংস্থার নীতিনির্ধারনী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে আপদকালীন সুবিধা প্রদান করা হবে।

কৃষিখাত ঋণ বিতরনের বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

- প্রকল্প কর্মকর্তাতার এলাকার কৃষি ঋনের ক্ষেত্র সমূহের একটি তালিকা তৈরী করবেন এবং কম ঝুঁকি সম্পন্ন ক্ষেত্রসমূহ সনাক্ত করবেন।
- গ্রামীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত গ্রাহককে এ ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে ঐ গ্রাহকের কমপক্ষে এক বিঘা (৩৩ শতক) আবাদযোগ্য জমি আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরন অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সে গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তব ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরন করতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন- মঙ্গা, চর, বন্যা, উপকুলীয় এলাকায় ইত্যাদি) স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ সব অঞ্চলে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে বিতরনকৃত ঋণ যেন ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি আসার পূর্বে পরিশোধ হয়ে যায়।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পন্যের বিপরীতে শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরন খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ বিতরন করতে হবে।

- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অন্য কৃষকরা ও উৎসাহিত হয়।
- কৃষির সহায়ক খাত হিসাবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করা যাবে।
- প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ পান এবং সঠিক প্রকল্পে ঋনের টাকা ব্যবহার করেন তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রামীন/ নগর ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি ঋণ যে কোন একটি ঋণ সদস্যকে বিতরন করা যাবে। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের নিকট এক ঋণ চক্রে ০১টি ঋনের প্রোডাক্ট থাকবে।
- যে প্রকল্পে ঋণ বিতরন করা হবে সে প্রকল্পে সর্বোচ্চ মোট বিনিয়োগের ৭৫% ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
- কৃষি ঋণ বিতরনের সময় যে প্রকল্পে ঋণ বিতরন করা হচ্ছে সে প্রকল্প থেকে কি পরিমান আয় আসবে তার উপর ভিত্তি করে ঋণের সিলিং নির্ধারন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চাষীদের কাছ থেকে আয়-ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ সকল কর্মীর সাথে আলোচনা করে প্রকল্পভেদে জমি/ পুকুরের আয়তনের উপর ঋণের সিলিং নির্ধারন করতে পারেন।
- যে সকল সদস্য শুধুমাত্র সঞ্চয় জমা করে কিন্তু ঋণ নেয় না তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি ঋণের আওতায় এনে ঋণী সংখ্যা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- যে সকল কৃষক সাপ্তাহিক কিস্তির কারনে সংগঠনে ভর্তি হতে চায় না, তাদেরকে এ ঋণের সুবিধার আওতায় আনা যেতে পারে।
- এককালীন মেয়াদে বিতরনকৃত কৃষি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আদায়ের তারিখের একমাস পূর্বে, পনের দিন পূর্বে ও এক সপ্তাহ পূর্বে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতাকে স্মরন করিয়ে দিতে হবে। উক্ত কিস্তি গ্রাহককে অবশ্যই অফিস পর্যায়ে এসে প্রকল্প কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষকের নিকট জমা দিয়ে সঞ্চয় ঋণ পাশ বইতে পোষ্টিং করতে হবে। মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পূর্বে গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে স্মরন করিয়ে দিতে হবে।
- কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সঠিক প্রকল্পে ঋণ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আদায়ের নিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পাবে।
- সম্ভব হলে একই সংগঠনের গ্রাহকদের দল ভিত্তিক বা কয়েকজনকে একই তারিখে ঋণ প্রদান করা। এতে ফলোআপ ও ঋণ আদায়ে সহজ হবে।
- প্রত্যেক কর্মী তার সংগঠনের কৃষি ঋণীদের আদায় সিডিউল সঙ্গে রাখবে যাতে করে গ্রাহকদের সঠিক সময়ে পরিশোধের ব্যাপারে স্মরন করিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে কর্মীদের ফলোআপের জন্য প্রকল্প কর্মকর্তা আদায় সিডিউল টেবিলে সংরক্ষন করবেন।
- গ্রাহককে শুধুমাত্র গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ না দিয়ে ঋণের অর্থকে গ্রামীন ও কৃষিখাত এই দুটি প্রোডাক্ট এ ভাগ করে বিতরন করলে গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ করতে যেমন সুবিধা হবে তেমনি আদায় প্রক্রিয়াও সহজতর হবে।

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীর অগ্রগতির নিম্নরূপঃ

- মোট ঋণ গ্রহিতা- ১৪,০১০ জন
- মোট ঋণ বিতরন- ৫৮,৩৫,৯৮,০০০ টাকা

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	জন	টাকা
০১	ধান চাষ	৪৫৭০	৩১৯৯০০০০০
০২	গাভী পালন	১৩৪০	৯৩৮০০০০০
০৩	পল্লী ঋণ	২২১৭	২২১৭০০০০
০৪	মৎস্য চাষ	২৭১৩	৫৪২৬০০০০
০৫	পোল্ট্রি ফার্ম	১৯১৪	২৬১৪৮০০০
০৬	গরু মোটা তাজাকরন	৩৮৪	২৬৮৮০০০০
০৭	ছাগল পালন	৪১৮	২৯২৬০০০০
০৮	পাওয়ার টিলার	৪২	২৯৪০০০০
০৯	শাক-সবজি চাষ	৪১২	৮২৪০০০০
	মোট	**১৪০১০**	**৫৮৩৫৯৮০০০**

হাঁসমুরগী চাষ প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতা সাথে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সোনাইমুড়ি উপজেলা প্রশাসনের প্রোগ্রামে উপস্থিত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

প্রতিবন্ধী সেবা চিকিৎসা ও পূর্নবাসন

প্রকল্পের নাম	প্রতিবন্ধী সেবা চিকিৎসা ও পূর্নবাসন
দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব অর্থায়ন ও জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদ
সহযোগীতা	উপজেলা সমাজকল্যান পরিষদ
প্রকল্পের বরাদ্দ	১,০০,০০০ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	চলমান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন, জনাব আইয়ুব খান, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নোয়াখালী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার প্রদান করছেন, জনাব, নুসরাত সুলতানা (উপ-সচিব), পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ গুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম দরিদ্র, বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যেখানে অত্যন্ত দুরুহ যেখানে প্রতিবন্ধিতা আজ অনেকের কাছেই এক মহা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ প্রতিবন্ধীরাও মানুষ এবং জন্মসূত্রে মানবিধকার ও নাগরিক অধিকার পাওয়ার নায্য দাবিদার। কিন্তু তাদের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দেড় কোটি প্রতিবন্ধী তাদের সম্মান মর্যদা ও অধিকার এখনো নিশ্চিৎ করা যায়নি। প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিবর্গের অধিকার সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের অধিকার সুরক্ষার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন সার্বিক কল্যান নিশ্চিত করনের জন্য এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদ হইতে ৪৪০০০ টাকা এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশ হতে ৭৫,০০০ টাকা প্রতিবন্ধী সেবা ও পূর্নবাসন এবং প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরন সরবরাহ করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, জনাব, নুসরাত সুলতানা (উপ-সচিব), প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে উপকরন বিতরন করেন। উপকরন বিতরন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আইয়ুব খান, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নোয়াখালী। নোয়াখালী জেলার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমমর্যদা আর ন্যায় বিচারের প্রশ্নে এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার সার্বিক সহযোগিতায় আজ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ক্রমশ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছে। আর এই এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী গড়ে তুলছে নিজেদের সংগঠন। পৃথিবীতে সেই সকল জনগোষ্ঠির মানুষ অধিকার পায় না যাদের নিজস্ব সংগঠন নেই। তাহাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহন করে। জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদ চলতি অর্থবছরে প্রতিবন্ধীদের আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য ৪৪০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। যাহা দ্বারা মৎস্য চাষ প্রকল্পের বিনিয়োগ করে সংগঠনের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২০২২- ২০২৩ অর্থ বছরের প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচী	উপকারভোগীর ধরন	উপকার ভোগীর সংখ্যা
০১	বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৭২০
০২	আয়বর্ধক কর্মসূচী	শারিরিক প্রতিবন্ধী	৪০
০৩	প্রশিক্ষন কর্মসূচী	বহুবিধ প্রতিবন্ধী	২৫

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন

প্রকল্পের নাম	মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব তহবিল
সহযোগীতা	-
প্রকল্পের বরাদ্দ	১,২০,০০০ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১১ থেকে চলমান

১০ টাকার হিসাবধারীদের মধ্যে চেক বিতরন করছেন, মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা নতুন সমস্যার অবলোকন করছি এবং এর সমাধানও হচ্ছে দ্রুত গতিশীল পরিস্থিতির সমন্বয় সাধন করতে হলে প্রশিক্ষনের প্রসরতা আনা প্রয়োজন। প্রশিক্ষন বিসারদ সি.আর ডোলে (১৯৫৬) বলেছেন প্রশিক্ষন কোন সীমিত বিষয় নয়; যা একবার গ্রহন করলেই বিষয়টির ধারনা সম্পূর্ন হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যতক্ষন পর্যন্ত নির্ধারিত কাজের বাস্তবায়ন না হয় ততক্ষন পর্যন্ত প্রশিক্ষন কার্যক্রম চালিয়ে নিতে হবে। উন্নয়ন যাদের জন্য তাহদের সক্রিয় অংশগ্রহন ছাড়া কোন উন্নয়ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নহে। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা উন্নয়নের প্রধানতম একটি উপাদান হচ্ছে প্রশিক্ষন তাই এই কর্মসূচীর আওতায় এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সহযোগীতায় এবং নিজস্ব উদ্যোগ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। একদিকে যেমন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করছে তেমনি অপরদিকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত সুফলভোগীদের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষন দিয়ে আসছে।

শাক সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন নিচ্ছে উপকারভোগী সদস্য

আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন নিচ্ছে উপকারভোগী

লক্ষ্যঃ দরিদ্র পরিবার সমুহকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুখী ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা।

উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারী সমাজকে তাদের অবস্থা অবস্থান এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে মানব সম্পদে উন্নীত করা, স্বল্প পুঁজির দরিদ্রতর জন গোষ্ঠিকে অর্থনৈতিক গড়ে তোলা এবং নিজস্ব তহবিল গঠনে সহায়তা করা। অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি মানের উন্নয়ন সাধন করা গর্ভবতী মা ও শিশুদের যত্ন নেওয়া, বেকার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিশোরীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সচেতন করে গড়ে তোলা।

ক্রম নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	প্রশিক্ষনকাল	সংখ্যা	প্রশিক্ষন দাতা
০১	সেলাই	০২ মাস	১৬৫	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক
০২	কারচুপি	০২ মাস	৯৫	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক
০৩	বিউটি পার্লার	০২ মাস	৫০	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক
০৪	বসতবাড়ীতে সবজি চাষ	০১ মাস	৩৪০	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক
০৫	পশু পালন	০১ মাস	৩১৫	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক
০৬	নার্সারী	১৫ দিন	৮০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৭	মৎস্য চাষ	৩০ দিন	১৪০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৮	গরুমোটাতাজা করন	২৫ দিন	৬০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৯	মা ও শিশু স্বাস্থ্য	৩ দিন	২৫০	স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়
১০	বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য	৩ দিন	১২০	স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়
১১	নারী ও শিশু অধিকার, পারিবারিক আইন	৩ দিন	১২০	স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়
১২	যৌতুক, তালাক ও বাল্য বিবাহ, বিবাহ নিবন্ধন	৩ দিন	১১০	স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন

ক্রম নং	প্রশিক্ষনের নাম	অংশগ্রহনকারীর নাম	প্রশিক্ষন দাতা সংস্থা	স্থান
০১	হিসাবরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা	আবদুল আউয়াল শঙ্কর চন্দ্র রায়	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক	চট্টগ্রাম
০২	ওয়াটসান	নুরুল ইসলাম সৈকত সাহা রুহুল আমিন	এনজিও ফোরাম	চট্টগ্রাম
০৩	ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা	রবিউল আউয়াল সৈকত সাহা জাকির হোসেন	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক	চট্টগ্রাম
০৪	সংলাপ কার্যক্রম	জসিম উদ্দিন সৈকত সাহা নাছরিন সুলতানা মুরাদ হোসেন	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক	চট্টগ্রাম
০৫	ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা	সৈকত সাহা আলী হোসেন রুহুল আমিন	আইএনএম ও ডিকে ফাউন্ডেশান	ঢাকা
০৬	এনএফপিই ও কোয়ালিটি শিক্ষা কার্যক্রম	কামাল হোসেন	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক	চট্টগ্রাম
০৭	আইজিএ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন	শংঙ্কর চন্দ্র রায় ফারুক হোসেন	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক	পটুয়াখালী
০৮	Software Automation	জাকির হোসেন শংঙ্কর চন্দ্র রায়	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশান ও কোডেক	ঢাকা
০৯	Software Automation	জাকির হোসেন শঙ্কর চন্দ্র রায় সৈকত সাহা নাছরিন সুলতানা	ইনিটভেন্ট কনসালটিং সার্ভিস	ঢাকা

ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন

প্রকল্পের নাম	ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন
দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব তহবিল
কার্যক্রমের সময়কাল	২০০৩ সাল থেকে চলমান
বরাদ্দকৃত তহবিল	৭৫,০০০ টাকা
প্রকল্পে নিয়োজিত লোকবল	০৩
কর্ম এলাকা	সোনাইমুড়ী, চাটখিল ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা

সংস্থার সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত স্যানিটেশন সামগ্রী

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সংরক্ষনের পূর্ব শর্ত হলো একটি রোগমুক্ত পরিবেশ। পরীক্ষামূলকভাবে বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ রোগ পানিবাহীত। সুতারং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি সংগ্রহ, সংরক্ষন ও ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সত্তর দশকের প্রথম থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকারী আর্ন্তজাতিক জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহ এই লক্ষ্যে অব্যহত প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছে। এই সকল প্রয়োগের ফলে মানুষের জ্ঞানের কিছুটা বিকাশ ঘটলেও মনোভাব ও আচরনের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ নিরাপদ পানি প্রযুক্তি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষনা বেক্ষন জন্য জনগনের ইতিবাচক ও অংশীদারিত্বের মনোভাব উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

লক্ষ্যঃ স্বাস্থ্য ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

উদ্দেশ্য ঃ

১) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষনে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
২) নিরাপদ পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৩) টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা।
৪) স্বাস্থ্য অভ্যাস পালনে মানুষের আচরনগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো।
৫) স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা।

ফলাফলঃ

১) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকরনে উপকারভোগীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।
২) উপকারভোগী সদস্যদের প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে।
৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা আবর্জনা সংরক্ষন ব্যবহার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

আর্সেনিক সচেতনতায় র‍্যালি ও মাইকিং এ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

সংস্থা কর্তৃক হেলথ ক্যাম্প

ইন্ট্রিগ্রেটেড কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	ইন্ট্রিগ্রেটেড কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প

দাতার সংস্থার নাম	ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন ও মিজারিওর
সহযোগীতায়	এনজিও ফোরাম
প্রকল্পের বরাদ্দ তহবিল	৯,৫০,০০০ টাকা
কর্মএলাকায়	উপজেলা সোনাইমুড়ী জেলা নোয়াখালী উপজেলা মনোহরগঞ্জ জেলা কুমিল্লা
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারী ২০১০ হতে চলমান

সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত আর্সেনিক রোগী

ভূমিকাঃ পানি জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান কারন পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্য কল্পনা করা যায় না। মানবদেহের ৭০ ভাগ পানি দ্বারা গঠিত এজন্য একজন সুস্থ্য মানুষকে দৈনিক ৮/৯ লিটার পানি পান করতে হয়। তবে পানির অভাবে যেমন মৃত্যু অনিবার্য তেমনি দুষিত পানি পান ও ব্যবহারের ফলে মানুষ সহজে রোগের শিকার হয়ে মারা যায়। সে কারনে নিরাপদ পানির ব্যবহার একান্তভাবে আবশ্যক বলে এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা মনে করে। দীর্ঘকাল যাবৎ ভূ-গর্ভস্থ্য পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ভুগভস্থ পানিকে বিনা পরীক্ষা নিরাপদ পানি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। প্রখ্যাত ইংরেজী কবি স্যামুয়েল টেইলর কলরিজ রচিত "দ্য রাইম অব দ্য এ্যানসিয়েট ম্যারিনার" কবিতার অংশ Water water every where, not any drop to drink অর্থাৎ সর্বত্র থৈ থৈ করছে পানি কিন্তু খাবার জন্য একফোটা পানি ও নেই। পাখি হত্যাকারী নাবিক যখন সমুদ্রে লোনা পানি ছাড়া আর কোন সুপেয় পানি পাচ্ছিল না। খাবার জন্য তখন কবি এই পঙতি রচনা করেছিলেন ঠিক সে রকমই বাংলাদেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন অনেক পানিই পাওয়া যায় তবে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে অধিকাংশ পানিই খাওয়ার অযোগ্য। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়ার পর থেকে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন গবেষনা ও গণসচেতনতাসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করে আসছে। এনজিও ফোরামের সহযোগীতায় এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে ইন্ট্রিগ্রেটেড কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প, বাংলাদেশ প্রকল্পটি আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলার নিমিত্তেই বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে সে প্রেক্ষিতে এনজিও ফোরাম (ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন) ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটিবেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন প্রোগ্রাম বাংলাদেশ প্রকল্প গ্রহন করে। দাতা সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মিজোরিওর এর আর্থিক সহায়তায় আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সোনাইমুড়ীর উপজেলার ৯নং দেওটি ইউনিয়নের আমিরাবাদ ও ডুমুরিয়া গ্রামে এবং মনোহরগঞ্জ উপজেলার ৩নং হাসানাবাদ ইউনিয়নের বাদুয়াড়া উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা হিসাবে এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

উঠান বৈঠক করছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ আর্সেনিক দূষনে দুষিত ভূ-গর্ভস্থ্য পানি পান করার ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ সমন্বিত প্রচেষ্টায় সচেতনতা সৃষ্টি, সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আর্সেনিক দূষনজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসন করা।

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ ১। উপদ্রুব এলাকার সকল জনগোষ্ঠী আর্সেনিক দূষণজনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হবেন।

২। প্রথমত উপদ্রুত এলাকার লাগসই আর্সেনিক নিরাপদ পানির উৎস/ প্রযুক্তি সনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্সেনিক নিরাপদ পানির টেকসই উৎস/ প্রযুক্তি স্থাপন বা তৈরী করা।

৩। স্থানীয় সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীগণ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হবেন ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আর্সেনিক দূষনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখবেন।

৪। প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুরূপ উপদ্রুপ এলাকার এমনকি জাতীয় পর্যায়ের ষ্টেইক হোল্ডারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে।

কার্যক্রমসমূহঃ ১। আর্সেনিক দূষন এবং রোগীর স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

২। আর্সেনিক নিরাপদ পানির উৎস/ প্রযুক্তি সনাক্ত করা এবং অচল প্রযুক্তি/ উৎস মেরামত ও পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্সেনিক নিরাপদ পানির টেকসহ উৎস/ প্রযুক্তি স্থাপন বা তৈরী বিষয়ক কার্যক্রম।

৩। স্থানীয় সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষন কার্যক্রম।

৪। নীতি নির্ধারক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম।

আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অগ্রগতি নিম্নরূপ।

চলতি অর্থ বছরে ১৮টি গভীর নলকুপ ডিপসেট পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪৪টি গভীর নলকূপ ডিপসেট পাম্প স্থাপন করা হয়।

* টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা-	৯৫০ টি
* আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েল-	৯৩৫ টি
* আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল-	১৫ টি
* কমিউনিটি মিটিং-	২১ টি
* স্কুল সেশান র‍্যালী মাইকিং-	৬ টি
* গণ নাটক-	৬ টি
* ওয়ার্ড আর্সেনিক মিটিগেশন কমিউনিটি সভা-	৩৩ টি
* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলোচনা সভা-	৬ টি
* আর্সেনিক রোগী চিহ্নিত করন ক্যাম্প-	৬ টি
* আর্সেনিক রোগী চিহ্নিত -	১২৮ জন
* আর্সেনিক রোগীদের সেবাও চিকিৎসা প্রদান	১২৮ জন
* উপজেলা কর্মশালা-	১ টি
* জেলা কর্মশালা-	১ টি
* শিক্ষক ওরিয়েন্টশন-	১ টি (২০ জন)
* ঈমাম ওরিয়েন্টশন-	১ টি (২০ জন)
* পল্লী চিকিৎসক ওরিয়েন্টশন-	১ টি (১৫ জন)
** আর্সেনিক রোগীদের সুদবিহীন ঋণ প্রদান	ঃ ৬ জন (৫৯৬৭০ টাকা)
* আদায়কৃত ঋণ	ঃ ৫৯৬৭০ টাকা
* আদায়ের হার	ঃ ১০০%

আর্সেনিক সচেতনতার বিষয়ক গণ নাটক, বাদুয়াড়া

আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ডিপসেট পাম্পের বিবরন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম	কেয়ারটেকার		মন্তব্য
				পুরুষ	মহিলা	
০১			বাদুয়াড়া	মোঃ খোকন	পারভীন আক্তার	
০২			শ্রীপুর	সুলতান আহাং	কাজল বেগম	
০৩			রামদেবপুর	আবদুল লতিফ	লিলুফা বেগম	
০৪			নাওতলা	মনির হোসেন	কস্তুরী বেগম	
০৫			মনিপুর	আবুল হোসেন	সুরাইয়া বেগম	
০৬			বাদুয়াড়া	দুলাল মিয়া	সাবিনাইয়াছমিন	
০৭			নাওতলা	সুবল চন্দ্র সরকার	আরতিরানী সরকার	
০৮			হাসনাবাদ	আমিনুল হক	রোকেয়া বেগম	
০৯			কাশই	ইদ্রিছমিয়া	রাহেলা বেগম	
১০			মানরা	আবদুল মন্নান	সালেহা বেগম	
১১			নেয়ামতপুর	মোঃ শাহজাহান	হোসনেয়ারা বেগম	
১২			নরপাইয়া	আনোয়ার হোসেন	রোশনারা বেগম	
১৩			মনিপুর	নুরুল হুদা	সাইমুনা বেগম	
১৪	মনোহরগঞ্জ	হাসনাবাদ	নয়নপুর	জাহাঙ্গীর আলম	শিরিন আক্তার	
১৫			শ্রীপুর	আবদুল লতিফ	শাহিনা আক্তার	
১৬			মানরা	শহিদ উল্ল্যা	পেয়ারা বেগম	
১৭			বাদুয়াড়া	আবুল বাশার	সামছুনাহার	
১৮			রামদেব পুর	হোসেন আহম্মদ	কহিনুর বেগম	
১৯			বাদুয়াড়া	সফিকুর রহমান	ছালেহা বেগম	
২০			বাদুয়াড়া	আবদুল মতিন	ফাতেমা বেগম	
২১			বাদুয়াড়া	আবদুর রর মিয়া	পারুল বেগম	
২২			বাদুয়াড়া	মফিজের রহমান	আপিয়া বেগম	
২৩			বাদুয়াড়া	মোহাং ফারুক	স্বপ্না বেগম	
২৪			বাদুয়াড়া	ফয়েজ আহাং	রুমা আক্তার	
২৫		৯নং	আমিরাবাদ	মোহাং আলী	রহিমা বেগম	
২৬	সোনাইমুড়ী	দেওটি	আমিরাবাদ	মহিন উদ্দিন	ফাতেমা বেগম	

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অনুপম বড়ুয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় আর্সেনিক সচেতনতা ও নিরাপদ পানি বিষয়ক প্রশিক্ষন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

র‍্যালী ও মাইকিং, হাসনাবাদ ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জ।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন হাছিনা বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ইউনিয়নের নাম	অংশগ্রহনকারী	প্রশিক্ষনকাল	প্রশিক্ষনার্থী
হাসানাবাদ	স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক	১ দিন	২০ জন
	ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দ (ঈমাম)	১ দিন	২০ জন
	পল্লী চিকিৎসক	১ দিন	২০ জন
	স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কল্যান সহকারী	১ দিন	২০ জন
৯ নং দেওটি	স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক	১ দিন	২০ জন
	ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দ (ঈমাম)	১ দিন	২০ জন
	পল্লী চিকিৎসক	১ দিন	২০ জন
	স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কল্যান সহকারী	১ দিন	২০ জন

সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী।

গণনাটক উপভোগ করছেন হাসনাবাদ ইউনিয়নের এলাকাবাসী

শিক্ষা কর্মসূচী

প্রকল্পের নাম	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (বিদ্যাবন শিশু একাডেমী)
দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব অর্থায়ন
সহযোগীতা	শিক্ষা মন্ত্রনালয়
প্রকল্পের বরাদ্দ	৩,৫০,০০০ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	২০০১ হতে চলমান

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঃ দরিদ্র পরিবারের শিশুদের লেখা পড়ার জন্য এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন একটি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করে জানুয়ারী ২০০২ বিদ্যালয়টির ১৪৮X১৮ ও ৭৫ X১৫ দীর্ঘ স্কুল ভবনটি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে নার্সারী হইতে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়ে আসছে। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম বিভাগ, স্মারক নং- ডিডি/ প্রাই/চবিচ/ ১২২৫/৭ তারিখ ১৭/০৭/০৮ মর্মে বিদ্যাবন শিশু একাডেমী, জয়াগ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীকে সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সরাসরি অংশ গ্রহন ও বিদ্যালয়কে রেজিষ্ট্রেশনের তালিকাভুক্ত করা হয় বিদ্যালয়টি সরকারী নিয়ম মোতাবেক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নিদের্শনা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়টি সরকারী প্রাথমিক শিক্ষাকর্মকর্তার পরিদর্শনের আওতাভুক্ত রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা বৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যার নিম্নে বর্নিত হল।

পিটিতে অংশ গ্রহন করছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা

বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহন করছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা

শ্রেনীর নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
জুনিয়র ওয়ান	১৬	১৮	৩৪
প্রথম শ্রেনী	১৪	১৫	২৯
২য় শ্রেনী	১০	১৩	২৩
৩য় শ্রেনী	১০	১১	২১
৪র্থ শ্রেনী	১২	১২	২৪
৫ম শ্রেনী	০৯	০৮	১৭
মোট	**৭১**	**৭৭**	**১৪৮**

মাদকবিরোধী ওরিয়েন্টেশন সভা উপস্থিত সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব আবদুল আউয়াল ও অন্যান্য

আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব আবদুল আউয়াল ও অন্যান্য

সংলাপ কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	সংলাপ কার্যক্রম
দাতা সংস্থার নাম	ষ্ট্রমী ফান্ডেশান, নরওয়ে
সহযোগীতা	কোডেক সিবিও এনজিও প্রকল্প
প্রকল্পের বরাদ্দ তহবিল	৪৮,৬৫,৭০০ টাকা
কর্ম এলাকা	সোনাইমুড়ী ও চাটখিল উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ	২০০৭ সাল হতে চলমান

সংলাপ কেন্দ্র সমূহ

সাল	কেন্দ্র সংখ্যা	কিশোরী	এনিমেটর	শিক্ষা কর্মকর্তা
২০০৭-২০০৮	১০	২৭০	১০	১
২০০৯-২০১০	২০	৫০০	২০	২
২০১১-২০১২	১২	৩০০	১২	১
২০১২-২০১৩	২০	৫০০	২০	২
২০১৩-২০১৪	১০	২৫০	১০	১
মোট	**৭২**	**১৮২০**	**৭২**	**৭**

ভূমিকাঃ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি দক্ষ মর্যদাবান ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রান্তিক ও গরীব শিশুরা বঞ্চনার শিকার হয় এর মধ্যে মেয়ে শিশুরা আবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বেশী বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ কিশোরী মেয়েরা জীবন ও জীবিকায় পিছিয়ে আছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আত্ববিশ্বাস, সচেতনতা ও দক্ষতার অভাব এর মধ্যে মানবিক ও সামাজিক অধিকার, স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার অভাব অন্যতম। এ ছাড়া আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগের অভাব ও মানবাধিকার লংঘন রয়েছেই। তাদের পরিবার গুলিতে পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিকাশন অবস্থা খুবই দৈন্য। এই সমস্ত সমস্যা দূর করতে কিশোরী মেয়েদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংলাপের উদ্ভাবন। সংলাপ হচ্ছে সকলে মিলে চর্তুমুখী আলাপ আলোচনার একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন সুনিদিষ্ট বিষয়ে একটি দল বা গোষ্টি সমঝোতা পৌঁছতে পারে বা সচেষ্ট হয় তাহাই সংলাপ। কিশোরীদের জীবন সম্পৃক্ত বিষয়ে সচেতনতা মৌলিক জীবন দক্ষতা, পেশা ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ২৫-৩০ জন কিশোরী নিয়ে সংলাপ কেন্দ্র ঘটিত হচ্ছে এই সব কেন্দ্রে কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো জন্য কিশোরীদের মধ্যে সংলাপ হয়। এই সংলাপ কার্যক্রম ৯ মাস যাবত অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে বয়ঃসন্ধি, প্রজনন স্বাস্থ্য,

সাহারপাড় গ্রামে সংলাপ কেন্দ্রের কিশোরীরা

দলীয় কাজ করছে সংলাপ কিশোরীরা

সংগীত পরিবেশন করছেন সংলাপ কেন্দ্রের কিশোরী উপস্থিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার রহিমা খাতুন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য যত্ন, এইচ আইভি/ এইড্স/ এসটিআই, পারিবারিক আইন, নারী ও শিশু অধিকার, কুসংস্কার, নারী পুরুষ সমতা, স্থানীয় সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও দুর্যোগ, বাল্য
বিবাহ ও তালাক। এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জীবন দক্ষতার ১২টি মূল উপাদান, কিশোরীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইজিএ প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

লক্ষ্যঃ ১১-১৮ বছর বয়সের কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো

উদ্দেশ্যঃ কিশোরীদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষে জীবন সম্পৃক্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি স্বাক্ষরতা পেশা ভিত্তিক জীবন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো। অর্থাৎ কিশোরী মেয়েরা সংলাপ কেন্দ্রের মাধ্যমেঃ

১। তাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন হবে।

২। এই সচেতনতা তাদের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য জীবন দক্ষতা অর্জন করবে।

৩। স্বাক্ষরতা ক্ষেত্রে তারা তাদের অর্জিত দক্ষতার আরো একধাপ অগ্রগতি অর্জন করবে।

৪। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পেশাগত দক্ষতা অর্জন করবে।

সংলাপ কেন্দ্রর ব্যবহৃত একটি কোড

উলুপাড়া গ্রামে সংলাপ কেন্দ্রের কিশোরীরা

নরওয়ের যুবরাজের সাথে সংস্থার সংলাপ কিশোরী সালমা সুলতানা

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম
দাতা সংস্থার নাম	ঢাকা ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, যমুনা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কর্মাস ব্যাংক লিঃ
কার্যক্রমের সময়কাল	২০০১ থেকে চলমান
নিয়োজিত লোকবল	৯১ জন
কর্ম এলাকা	সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী সদর, কবিরহাট, সূর্বনচর, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগতি, রায়পুর, কমলনগর, রামগঞ্জ, শাহরাস্তি, মনোহরগঞ্জ ও নাঙ্গলকোট উপজেলা।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান আবদুল আউয়াল

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী, পুরুষ, শিশু দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। খরা বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্য সঙ্গী। দরিদ্র ভূমিহীন শ্রমজীবি প্রান্তিক চাষী সুবিধা বঞ্চিত জন গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারী ক্ষুদ্র ঋন, ব্যাংকিং, অর্থায়ন এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গুলো বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অবস্থার উন্নয়নে প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র ঋন প্রদানে কোডেক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্পটি গ্রহন করে। এপ্রিল ২০০৪ সাল হতে এই প্রকল্পটি নিয়মিত চলছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ধান চাষ প্রকল্প পরিদর্শন করছেন সংস্থার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, প্রভাষ মন্ডল

১) বিনা জামানতে সহজ শর্তে বিত্তহীন, প্রতিবন্ধী, স্বল্প কিন্ত গ্রুপ সদেস্যদের নিকট ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২) গ্রুপ সদস্যদের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা।

৩) পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে দল উপদল গঠন, নেতৃত্ব ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া।

৪) ঋণ কর্মসূচীর সৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৫) মহাজনী শোষন থেকে বাহির করে নিয়ে এসে সদস্যগণকে নিজস্ব অর্থের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬) সংস্থার স্থায়িত্ব ও সক্ষমতা আনয়নে ভূমিকা রাখা এবং দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে অবদান রাখা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

* জেলার সংখ্যাঃ ০৪ * উপজেলার সংখ্যাঃ ১৪ * ইউনিয়নঃ ৮২ * গ্রামঃ ৩৩৫ * শাখাঃ ১৫
* দল সংখ্যা ঃ ১১১০ * ঋণী সংখ্যা ঃ ১৪০১০
* উপকারভোগী সংখ্যা ঃ ১৮৯২৮ * প্রকল্পে ঋণ বিতরন ঃ ৫৮৩৫৯৮০০০
* উপকারভোগীদের সঞ্চয় ঃ ২৯৪০৬৫৮২৩ * ঋণ আদায় ঃ ৪৯৬৬৭০৩৬৬
* ঋণ স্থিতি ঃ ৩৭৫৩৩১৭২৯

কোয়ালিটি শিক্ষা কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	**কোয়ালিটি শিক্ষা কার্যক্রম**
দাতা সংস্থা	ষ্ট্রম ফাউন্ডেশন, নরওয়ে
সহযোগীতা	কোডেক সিবিও এনজিও প্রকল্প
প্রকল্পের বরাদ্দ	১,৪০,১৮৪ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারী ২০১২ হইতে ডিসেম্বর ২০১৪
প্রকল্প এলাকা	সোনাইমুড়ী

ভূমিকাঃ শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। একটি দক্ষ মর্যদাবান ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই মৌলিক শিক্ষা যে কোন সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর প্রয়োজনীয় বুনিয়াদ তৈরী করে এবং জীবনভর শিক্ষার মনোভূমি তৈরী করে। এ শিক্ষা মূলতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমে লিখতে পারা, পড়তে পারা ও শুনতে শিখে একজন ব্যক্তি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠে এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রেখে তা ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাকে স্বাক্ষরতা বলা যায়। আমাদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার অর্ন্তভূক্তির হার ধীরে ধীরে বাড়লেও ঝরে পড়ার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ে অর্জিত শিক্ষার অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা ও জীবন দক্ষতা অর্জনে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যে স্তর যা মান সম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করণে এবং শিক্ষার অন্যস্তরে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করে। মৌলিক শিক্ষার দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একজন মানুষ জীবন ব্যাপী শিক্ষা অব্যহত রাখতে পারে। মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপন এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের সংকট সমাধান করতে এবং মানবিক সক্ষমতা তুলতে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবা দরকার শুধু মৌলিক শিক্ষা অর্জন করলেই চলে না। সেটি গুনগত মান সম্পন্ন না হলে মৌলিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। মান সম্মত শিক্ষা হল সে শিক্ষা হলো সে শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীকে সময়মত পর্যাপ্ত মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া হয়। যা শিক্ষার্থীর দৈনদিন জীবনে ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ সহায়ক হয়। মানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি শিক্ষা অর্জন করা না যায় তাহলে

শিক্ষকদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন, এসোগড়ি উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব আবদুল আউয়াল।

কেগনারখিল রেজিঃ প্রাঃবিঃ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা

অর্জিত শিক্ষা যেমন স্থিতিশীল হতে পারে না, তেমনি জীবন ব্যাপী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ঘাটতি থেকে যায়। কাজেই বর্তমানে মান সম্মত শিক্ষার ধারনাটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। "সবার জন্য শিক্ষা" ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যক্রম গুলোকে শতভাগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার আনন্দঘন সুশৃংখল ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাথীদের জন্য মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।

- ইউনিয়ন ষ্ট্যান্ডিং কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি+এসএমসি, অভিভাবক শিক্ষক কমিটি বা পিটিএ সদস্যদের ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।
- সকলের প্রবেশাধিকার স্কুলে টিকে থাকা এবং বিষয় গত ধারনা অর্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা।
- একটি প্রযুক্তি নির্ভর ও জ্ঞানভিত্তিক শিখন সহায়ক সামাজিক পরিবেশ তৈরী করা।

ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষকের সংখ্যা			ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			সুপারভাইজার
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
০১	কেগনারখিল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৩	০১	০৪	৭০	৮৫	১৫৫	০১
০২	পূর্ব নাটেশ্বর মিয়ার বাজার রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	০২	০২	০৪	৬৮	৬৭	১৩৫	
০৩	পশ্চিম বাঁরগাঁও রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০১	০৩	০৪	৫৮	৬৯	১২৭	
০৪	খোদখাস্তা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০২	০২	০৪	৬৩	৮৫	১৪৮	
	মোট	**৮**	**৮**	**১৬**	**২৫৯**	**৩০৬**	**৫৬৫**	**০১**

প্রশিক্ষনের দলীয় কাজের একাংশ

প্রশিক্ষন নিচ্ছেন শিক্ষকবৃন্দ

এনএফপিই কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	এনএফপিই কার্যক্রম
দাতা সংস্থা	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশন, নরওয়ে
সহযোগীতা	কোডেক সিবিও এনজিও প্রকল্প
প্রকল্পের বরাদ্দ	৬,২০,৮৬৮ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারী ২০১২ হইতে ডিসেম্বর ২০১৪
প্রকল্প এলাকা	সোনাইমুড়ী

পদ্ম উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সুপারভাইজার

ভূমিকাঃ আমাদের জনগোষ্ঠির বিরাট অংশই শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশুদের কেউ কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। অনেক গ্রামে বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের বিদ্যালয়ে অর্ন্তভূক্তির হার ৮২.৭ শতাংশ। যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় তাদের বেশীর ভাগ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরন পায় না। শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস করতে পারে না এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও শিক্ষা উপযোগী পরিবেশের অভাবে শিশুরা বাড়ীতে লেখা পড়া করতে পারে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র ও নিরক্ষর অভিভাবকদের কথা বিবেচনা রেখে শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরন করে বিদ্যালয় কেন্দ্রীক ও আকর্ষনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। আবার অনেক শিশু বিশেষ মৌসুমে দরিদ্র পরিবারকে আয়মূলক কাজে সাহায্য করে। এ সব সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে, আগামী দিনের বিজ্ঞান নির্ভর বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ নির্মানের জন্য শিক্ষার যে ধরনের মান অর্জিত হওয়া দরকার সেই মানে পৌঁছানোর জন্য এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা এই প্রকল্পটি গ্রহন করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ ৭-১১ বয়সী যে সকল ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি বা ঝরে পড়েছে সেই সকল শিক্ষা বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা ।

ক্রম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের নাম	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	এনিমেটরের সংখ্যা	সুপারভাইজার
০১	৩নং চাষীর হাট	পদ্ম উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র	৩০	০১	০১
০২	৪নং বারগাঁও	গোলাপ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র	৩০	০১	
০৩	১নং জয়াগ	বেলী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র	৩০	০১	
মোট			**৯০**	**০৩**	**০১**

গৃহায়ন কর্মসূচী

প্রকল্পের নাম	গৃহায়ন প্রকল্প
দাতা সংস্থার নাম	গৃহায়ন তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংক
কার্যক্রমের সময়কাল	২০০৫ থেকে চলমান
বরাদ্দকৃত তহবিল	১৯২.৬৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পে নিয়োজিত লোকবল	১৫ জন
কর্মএলাকা	সোনাইমুড়ী, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, রামগতি ও নোয়াখালী সদর উপজেলা

দেশের দরিদ্র, হত দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবি, গৃহহীন পরিবারের গৃহ নির্মানের জন্য সহজ শর্তে বিনা জামানতে স্বল্প সুদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা ২০০৪ সাল হতে বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী ও চাটখিল উপজেলায় গৃহহীন মানুষের গৃহায়নের জন্য গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা ১ম দফায় ১১.২৫ লক্ষ, ২য় দফায় ৩৫.০০ লক্ষ, ৩য় দফায় ৪৯.১০ লক্ষ, ৪র্থ দফায় ৯৭.৩০ লক্ষ মোট ১৯২.৬৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে। ১ম দফায় ৩৮টি, ২য় দফায় ৬৩টি, ৩য় দফায় ২৯টি, ৪র্থ দফায় ৯২টি মোট ২২২টি ঘর নির্মান কার্য সম্পাদান করা হয়েছে। গৃহায়ন তহবিলের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ বৃদ্ধিকরার জন্য সুপারিশ করেছে। গৃহায়ন তহবিলের নির্দেশনা অনুয়ায়ী প্রতিটি গৃহের বরাদ্দ (৫০,০০০ টাকা হতে ১৩০,০০০ টাকা) উন্নীত করেছে। আয়তন ২২০ বর্গফুট হতে ৩৫০ বর্গফুট। ঋনের মেয়াদ ৩ থেকে ১০ বছর ঋনের সুদের হার ৬.৫% (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে) সাপ্তাহিক/ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। গৃহায়ন তহবিলের ঋণ পরিশোধ সিডিউল মোতাবেক এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা নিয়মিত ঋনের কিস্তি পরিশোধ করে আসছে, সংস্থার কোন ঋণের কিস্তি খেলাপী নাই।

জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে চুক্তি হস্তান্তর পত্র গ্রহন করছে ঋণ গ্রহীতা

চুক্তি পত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী

গৃহায়ন প্রকল্পে নিজ গৃহের সামনে মমতাজ বেগম

গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শনে, ঋণ গ্রহীতা ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সহিত গৃহায়ন তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা।

গণ পাঠাগার-বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র

প্রকল্পের নাম	**গণ পাঠাগার**
দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব তহবিল
কার্যক্রমের সময়কাল	২০০১ সাল হতে চলমান
বরাদ্দকৃত তহবিল	৫০,০০০ টাকা
প্রকল্পে নিয়োজিত লোকবল	০২
কর্মএলাকা	সোনাইমুড়ী উপজেলা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা স্কুলের ছাত্র/ ছাত্রীদের মন ও বয়সের উপযোগী সুন্দর সুখ পাঠ্য এবং উন্নত মান সম্পন্ন বই পড়ার মাধ্যমে পরিপূর্ন ও আলোকিত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ পায় সে উদ্দেশ্যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা ২০০৩ সাল হতে একটি বই পড়া কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসূচীর বইয়ের তালিকায় রয়েছে, বাংলা সাহিত্য ও পৃথিবীর কিশোর সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর ও উপভোগ্য বই সমূহ। ছাত্র/ছাত্রীদের বই পড়ার উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার জন্য রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুরষ্কারের ব্যবস্থা। স্কুলের ৬ষ্ঠ হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত এই চারটি শ্রেনীর ছাত্র/ছাত্রীদের পড়ার জন্য আছে ১৬টি করে বই। ১৬ সপ্তাহে এই ১৬টি বইর মধ্যে যারা -

৭টি বই পড়বে তারা পাবে স্বাগত পুরষ্কার
১০টি বই পড়বে তারা পাবে শুভেচ্ছা পুরষ্কার
১৩টি বই পড়বে তারা পাবে অভিনন্দন পুরষ্কার
১৬টি বই পড়বে তারা পাবে সনদপত্রসহ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পুরষ্কার এবং
দশম শ্রেনীর ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য আছে ১২টি বই, ১৬ সপ্তাহের মধ্যে যারা
৬টি বই পড়বে তারা পাবে স্বাগত পুরষ্কার
১০টি বই পড়বে তারা পাবে শুভেচ্ছা পুরষ্কার
১২টি বই পড়বে তারা পাবে সনদপত্রসহ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পুরষ্কার

এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বই পড়া কর্মসূচীতে পুরষ্কার প্রাপ্তদের তালিকা

পুরষ্কারের নাম	**শিক্ষা বৎসর**					**মোট**
	২০১৫	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	
শুভেচ্ছা পুরষ্কার	৫	৬	৭	৫	৬	২৯
অভিনন্দন পুরষ্কার	৮	১০	১২	১০	১১	৫১
স্বাগত পুরষ্কার	১৩	১৫	১৪	১২	১১	৬৫
মোট	**২৬**	**৩১**	**৩৩**	**২৭**	**২৮**	১৪৫

এক নজরে ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচী/ জুন-২০২৩

জেলা	০৪
উপজেলা	১৪
ইউনিয়ন	৮২
গ্রাম	৩৩৫
সমিতি	১১১০
সদস্য সংখ্যা	১৮৯২৮
ঋণী সংখ্যা	১৪০১০
সঞ্চয় আদায় (চলতি বছর)	২৯৯৫১৯৩১৭
সঞ্চয় ফেরৎ (চলতি বছর)	২১৬৮৮১৫৩৮
সঞ্চয় স্থিতি	২৯৪০৬৫৮২৩
ঋন বিতরন (চলতি বছর)	৫৮৩৫৯৮০০০
ঋন আদায় (চলতি বছর)	৪৯৬৬৭০৩৬৬
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋন বিতরন	১৯৭৮০৫১০০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋন আদায়	১৬০২৮৫১০০০
ঋন স্থিতি	৩৭৫৩৩১৭২৯
জন প্রতি গড় ঋন	২৬৭৯০
গৃহায়ন তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণের স্থিতি	১৭৬০৬৪৫৮
ঢাকা ব্যাংক লি:, সোনাইমুড়ি শাখা, ঋণের স্থিতি	৪৫২৯৮৬৫৫
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:, চৌমুহনী শাখা, ঋণের স্থিতি	২৪১৬৬৯০৫
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি:, মাইজদী শাখা, ঋণের স্থিতি	১০৯৯১৫৫
অগ্রণী ব্যাংক লি:, জয়াগ শাখা, ঋণের স্থিতি	১১৪০০০০০

সংস্থার জনবল ও অবকাঠামো

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১	০	১
০২	প্রধান সমন্বয়কারী	১	০	১
০৩	মানব সম্পদ কর্মকর্তা	০	১	১
০৪	প্রধান হিসাবরক্ষক	১	০	১
০৫	মনিটরিং অফিসার	২	০	২
০৬	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	৩	০	৩
০৭	আইটি অফিসার	১	০	১
০৮	অডিট অফিসার	১	০	১
০৯	শাখা ব্যবস্থাপক	১২	০	১২
১০	সুপারভাইজার	৫	০	৫
১১	হিসাবরক্ষক	৭	৪	১১
১২	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	৩৯	১৯	৫৮
১৩	সহকারী হিসাবরক্ষক	১	১	২
১৪	শাখা ব্যবস্থাপক (মেরী প্লাস ক্লিনিক)	০	০	০
১৫	মেডিকেল অফিসার	০	০	০
১৬	আয়া	০	০	০
১৭	প্রধান শিক্ষক	০	০	০
১৮	সহকারী শিক্ষক	০	০	০
১৯	অফিস সহকারী	২	১৪	১৬
২০	এনিমেটর	০	০	০
২১	ড্রাইভার	১	০	১
২২	লিগাল এ্যডভাইজার	০	০	০
	মোট	৭৭	৩৯	১১৬

সংস্থার সম্পদ

ক্রম নং	বিবরন	পরিমান	মূল্য
০১	সংস্থার অফিস বিল্ডিং	৩২০০ বর্গফুট	১১৭২৪২
০২	ফার্নিচার	৮০ সেট	১৩০৮০১০
০৩	ডেস্কটপ কম্পিউটার	০ টি	০
০৪	ল্যাপটপ কম্পিউটার	২৫টি	৬১৭৫৭৭
০৫	প্রিন্টার	১৭টি	৩০৮৭৯০
০৬	জেনারেটর	০৩টি	১০৫০০০
০৭	ট্রেনিং সেন্টার	০১টি (৮০০ বর্গফুট)	৭৫০০০
০৮	ফ্রিজ	০৩ টি	১০০৭৮২
০৯	টেলিভিশন	১৫ টি	২৭০০০০
১০	মটর সাইকেল	৫০ টি	১৭৪০৮৫
১১	প্রজেক্টর	০১ টি	৬০০০০
১২	লেট্রিং রিং, স্লাপ এবং পিলার মেনুফেক্সারিং প্ল্যান্ট ৩ সেট		৩৫০০০
মোট			**৩১৭১৪৮৬**

মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন গ্রহন করছেন সংস্থার সদস্যা

প্রতিবন্ধী দিবসে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

এ যাবৎ বিভিন্ন উৎস হতে শুধুমাত্র সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরনের জন্য প্রাপ্ত অর্থের বিবরন

দাতা সংস্থার নাম	অর্থ বছর	প্রাপ্ত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CODEC)	২০০৩-২০০৪	৪০০০০০	
	২০০৪-২০০৫	৬০০০০০	
	২০০৫-২০০৬	১৫০০০০০	
	২০০৬-২০০৭	২৭৫০০০০	
	২০০৭-২০০৮	২৪০০০০০	
	২০০৮-২০০৯	৪৩০০০০০	
	২০০৯-২০১০	৫৬০০০০০	
	২০১০-২০১১	২৪০০০০০	
	২০১১-২০১২	২৮৯৭০০০	
	২০১৩-২০১৪	৬০০০০০	
গৃহায়ন তহবিল (বাংলাদেশ ব্যাংক)	২০০৫-২০০৬	৩৬০০০০	
	২০০৬-২০০৭	৩৬০০০০	
	২০১০-২০১১	৩৮৫০০০	
	২০১৩-২০১৪	১১৫০০০০	
	২০১৪-২০১৫	৩৫০০০০০	
	২০১৫-২০১৬	৪৯০০০০০	
	২০১৬-২০১৭	৯৭৩০০০০	
	২০২০-২০২১	৩৯০০০০০০	
ম্যাক ফাউন্ডেশন (কুমিল্লা)	২০০৬-২০০৭	৫০০০০	
	২০০৭-২০০৮	১০০০০০	
	২০০৯-২০১০	২০০০০০	
	২০১১-২০১২	৫০০০০০	
	২০১৩-২০১৪	৮০০০০০	
	২০১৪-২০১৫	১০০০০০০	
	২০১৫-২০১৬	১০০০০০০	
ঢাকা ব্যাংক লিঃ	২০১১-২০১২	৯০০০০০০	
	২০১৬-২০১৭	১৬০০০০০০	
	২০১৭-২০১৮	১৫০০০০০০	
	২০২০-২০২১	২৫০০০০০০	
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	২০১৫-২০১৬	৫০০০০০০	
	২০১৬-২০১৭	৫০০০০০০	
	২০১৭-২০১৮	৭৫০০০০০	
	২০১৮-২০১৯	৭৫০০০০০	
	২০১৯-২০২০	৭৫০০০০০	
	২০২০-২০২১	১৫০০০০০০	
যমুনা ব্যাংক লিঃ	২০১৫-২০১৬	৪০০০০০০	
	২০১৭-২০১৮	৫০০০০০০	
সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ	২০১৭-২০১৮	৫০০০০০০	
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	২০১৭-২০১৮	৫০০০০০০	
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	২০২০-২০২১	১০০০০০০০	
মোট		**২২৭৯৮২০০০**	

কোডেক হতে ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধের সিডিউল

ঋন গ্রহন				ঋণ পরিশোধ		আদায়যোগ্য	
তারিখ	দফা	আসল	ধার্যকৃত সুদ	আসল	সুদ	আসল	সুদ
১০/০৪/০৪	১ম	৪০০০০০	২৮০০০	৪০০০০০	২৮০০০	৪০০০০০	২৮০০০
২৬/০২/০৫	২য়	৬০০০০০	৮৫৯৫৬	৬০০০০০	৮৫৯৫৬	৬০০০০০	৮৫৯৫৬
২৮/০৭/০৫	৩য়	৬০০০০০	৮৯৪০৫	৬০০০০০	৮৯৪০৫	৬০০০০০	৮৯৪০৫
২৭/১২/০৫	৪র্থ	৫০০০০০	৭৯১১০	৫০০০০০	৭৯১১০	৫০০০০০	৭৯১১০
৩০/০৩/০৬	৫ম	৪০০০০০	৬১৯০৭	৪০০০০০	৬১৯০৭	৪০০০০০	৬১৯০৭
০৪/০৭/০৬	৬ষ্ঠ	৩৫০০০০	৫৩৯০০	৩৫০০০০	৫৩৯০০	৩৫০০০০	৫৩৯০০
০৯/১১/০৬	৭ম	৮০০০০০	১১৭৫২৩	৮০০০০০	১১৭৫২৩	৮০০০০০	১১৭৫২৩
২৫/০১/০৭	৮ম	৭০০০০০	১০৬৮৬০	৭০০০০০	১০৬৮৬০	৭০০০০০	১০৬৮৬০
০৬/০৫/০৭	৯ম	৯০০০০০	১৩২৯০৪	৯০০০০০	১৩২৯০৪	৯০০০০০	১৩২৯০৪
২০/০৮/০৭	১০ম	৮০০০০০	১৩২৫৫৯	৮০০০০০	১৩২৫৫৯	৮০০০০০	১৩২৫৫৯
১৩/১২/০৭	১১শ	৬০০০০০	৯৬৬২০	৬০০০০০	৯৬৬২৩	৬০০০০০	৯৬৬২৩
৩০/০৪/০৮	১২শ	১০০০০০০	১৫১৮৫৮	১০০০০০০	১৫১৮৫৮	১০০০০০০	১৫১৮৫৮
০৭/০৮/০৮	১৩শ	১২০০০০০	১৮০৬২৩	১২০০০০০	১৮০৬২৩	১২০০০০০	১৮০৬২৩
১৩/১১/০৮	১৪শ	২০০০০০০	৩৩৩৩১৫	২০০০০০০	৩৩৩৩১৫	২০০০০০০	৩৩৩৩১৫
১০/০৪/০৯	১৫শ	১০০০০০০	১৫৫১৫১	১০০০০০০	১৫৫১৫১	১০০০০০০	১৫৫১৫১
২৮/০৭/০৯	১৬শ	৮০০০০০	১২১৯৭৩	৮০০০০০	১২১৯৭৩	৮০০০০০	১২১৯৭৩
১০/১২/০৯	১৭শ	১২০০০০০	১৯৩৫৪৫	১২০০০০০	১৯৩৫৪৫	১২০০০০০	১৯৩৫৪৫
৩১/০৩/১০	১৮শ	১২০০০০০	১৯১০১৪	১২০০০০০	১৯১০১৪	১২০০০০০	১৯১০১৪
২৯/০৬/১০	১৯শ	৭০০০০০	১১০৪৮৫	৭০০০০০	১১০৪৮৫	৭০০০০০	১১০৪৮৫
২৫/১০/১০	২০শ	৬০০০০০	৯১৭১০	৬০০০০০	৯১৭১০	৬০০০০০	৯১৭১০
২৮/১২/১০	২১শ	৬০০০০০	৯৪৭০১	৬০০০০০	৯৪৭০১	৬০০০০০	৯৪৭০১
১৭/০৪/১১	২২শ	৫০০০০০	৭৭০৯৬	৫০০০০০	৭৭০৯৬	৫০০০০০	৭৭০৯৬
৩০/০৬/১১	২৩শ	৪০০০০০	৫৬০৫৮	৪০০০০০	৫৬০৫৮	৪০০০০০	৫৬০৫৮
২৭/১০/১১	২৪শ	৭০০০০০	১০৭৮০০	৭০০০০০	১০৭৮০০	৭০০০০০	১০৭৮০০
২৯/১২/১১	২৫শ	৮০০০০০	১২৬২৩০	৮০০০০০	১২৬২৩০	৮০০০০০	১২৬২৩০
৩১/০৩/১২	২৬শ	৮০০০০০	১১০২৪৭	৮০০০০০	১১০২৪৭	৮০০০০০	১১০২৪৭
০৯/০৭/১২	২৭শ	১০০০০০০	১৩৫৪৭৯	১০০০০০০	১৩৫৪৭৯	১০০০০০০	১৩৫৪৭৯
০৪/১০/১২	২৮শ	১২০০০০০	১৬৪২১৯	১২০০০০০	১৬৪২১৯	১২০০০০০	১৬৪২১৯
২৪/১২/১২	২৯শ	১৫০০০০০	২০৮৭৬৭	১৫০০০০০	২০৮৭৬৭	১৫০০০০০	২০৮৭৬৭
১৫/০৪/১৩	৩০শ	১২০০০০০	১৬০১৯২	১২০০০০০	১৬০১৯২	১২০০০০০	১৬০১৯২
১৪/০৭/১৩	৩১শ	৬০০০০০	৮০০৯৬	৬০০০০০	৮০০৯৬	৬০০০০০	৮০০৯৬
মোট		**২৫৬৫০০০০**	**৩৮৩৫৩০৩**	**২৫৬৫০০০০**	**৩৮৩৫৩০৬**	**২৫৬৫০০০০**	**৩৮৩৫৩০৬**

সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহন করছেন সংস্থার সংলাপ কিশোরীরা

জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানব বন্ধনে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

সংস্থার ঋণ কার্যক্রম ব্যতীত অন্যান্য কার্যক্রমের তহবিল সংক্রান্ত তথ্য

প্রাপ্তির তারিখ ও বৎসর	উৎসের সংস্থার নাম	যে প্রকল্প জন্য অর্থ পাওয়া গেছে তার নাম	প্রাপ্ত অর্থ	প্রকৃত প্রাপ্তি (টাকা)	প্রকৃত খরচ (টাকা)	সার্ভিস চার্জের হার (ঋনের ক্ষেত্রে)	প্রকল্পের মেয়াদকাল
৩০/৬/০৪	কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, নোয়াখালী।	বনায়ন	৫৫০৬৪৮	৫৫০৬৪৮	৫৫০৬৪৮	প্রযোজ্য নহে	মে-০৪ হইতে জুন-০৫
৩০/৬/০৪	এনজিও ফোরাম, কুমিল্লা	১০০% স্যানিটেশন কাভারেজ	৫৯০০	৫৯০০	৫৯০০	প্রযোজ্য নহে	জানু-০৪ হইতে ডিসে-০৫
	ষ্টুডেন্ট কন্টিবিউশন	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	৪৫০০০০	৪৫০০০০	৪৫০০০০	প্রযোজ্য নহে	জানু-০২ হইতে জুন-০৫
	বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	বই পড়া	১৭৭৭৫	১৭৭৭৫	১৭৭৭৫	প্রযোজ্য নহে	জুন -০২ হইতে চলমান
২০০৫-২০২১	গৃহায়ন তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক	গৃহায়ন	৫৯৩৮৫০০০	৫৯৩৮৫০০০	৫৯৩৮৫০০০	১%	জুলাই -০৫ হইতে চলমান
২৮/৯/০৫	জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন	প্রতিবন্ধী সেবা ও উন্নয়নের জন্য অনুদান	২৫০০০	২৫০০০	২৫০০০	প্রযোজ্য নহে	সেপ্টেম্বর -০৫ হইতে চলমান
১৪/৮/০৫	কোডেক, চট্টগ্রাম	বয়স্ক শিক্ষা	২৫৯৪৫	২৫৯৪৫	২৫৯৪৫	প্রযোজ্য নহে	সেপ্টেম্বর -০৫ হইতে ডিসেম্বর
১৫/৭/০৭	কোডেক, চট্টগ্রাম	সংলাপ	৪৫৯৮৪০	৪৫৯৮৪০	৪৫৯৮৪০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই -০৭ হইতে চলমান
৩০/৬/০৯	এনজিও ফোরাম, কুমিল্লা	আর্সেনিক মিটিগেশন	২৮৪৯৩৬	২৮৪৯৩৬	২৮৪৯৩৬	প্রযোজ্য নহে	জুন -০৭ হইতে চলমান
২০০৮-২০২১	জাতীয় সমাজ কল্যান পরিষদ	প্রতিবন্ধীদের আয়বর্ধক কর্মসূচী	৩২৬০০০	৩২৬০০০	৩২৬০০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই -০৫ হইতে জুন-২১
২০০৮-২০২১	স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়	স্বাস্থ্য পুষ্টি পরিবার	৩৭৫০০০	৩৭৫০০০	৩৭৫০০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই -০৭ হইতে জুন-২১
৩০/৬/১০	এনজিও ফোরাম, কুমিল্লা	আর্সেনিক মিটিগেশন	১৩৬২০০	১৩৬২০০	১৩৬২০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই ০৯-জুন-২০১০
৩০/০৬/১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	মৎস্য চাষ প্রকল্প	২০০০০	২০০০০	২০০০০	প্রযোজ্য নহে	১ বছর
৩০/০৬/১২	ষ্ট্রমী ফাউন্ডেশন	সংলাপ কার্যক্রম	১৮৬১৮০০	১৮৬১৮০০	১২৭৫০০০	প্রযোজ্য নহে	১ বছর
		এনএফপিই কার্যক্রম	৬২০৮৬৮	৬২০৮৬৮	২৩৪০০০	প্রযোজ্য নহে	৪ বছর
		কোয়ালিটি স্কুল কার্যক্রম	১৪০১৮৪	১৪০১৮৪	৭৫৫০০	প্রযোজ্য নহে	৪ বছর
২০১৯-২০২০	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	প্রতিবন্ধী সেবা ও পুর্নবাসন	৭৫০০০	৭৫০০০	৭৫০০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই ১৯-জুন-২০২১

বাজেট বিবরণী

ক্রঃনংঃ	বিবরন	২০২২-২০২৩			২০২৩-২০২৪ (প্রস্তাবিত)
		প্রক্ষেপণ	অর্জন	বিচ্যুতি (%)	
১	* ক্ষুদ্র ঋন আদায় (খড়ধহ জবপড়াবৎু)				
	গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋন (জগঈ)	৪৭৭,৪৬৮,০০০	৪৫৬,৬৯৫,৫৮৬	৯৫.৬৫%	৮২৭,৫১৬,৫০০
	নগর ক্ষুদ্র ঋন (টগঈ)	-	-	#উওঠ/০!	
	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋন (গউ)	-	-	#উওঠ/০!	১২১,১১৫,৫০০
	মৌসুমী ঋণ (ঝবধংড়হধষ)	-	-	#উওঠ/০!	১০,০০০,০০০
	পশুপালন ঋণ (খরাবংঃড়পশ)	২৩৮,৭৩৪,০০০	২০৮,৬৭৮,২৩৪	৮৭.৪১%	৪৭,২৬৮,০০০
	কৃষি ঋণ (অমৎরপঁষঃঁৎব)	৭৯,৫৭৮,০০০	৭৯,১১৮,৮২৩	৯৯.৪২%	৯১,৭১৪,৪০০
	অন্যান্য ঋণ (ঙঃযবৎং)	-	-	#উওঠ/০!	৫,৮৫০,০০০
	মোট	**৭৯৫,৭৮০,০০০**	**৭৪৪,৪৯২,৬৪৩**	**৯৩.৫৬%**	**১,১০৩,৪৬৪,৪০০**
	* ঋণের ধরন অনুযায়ী বিভাজন দিতে হবে				
২	তহবিল সংগ্রহ (ঋঁহফ ঈড়ষষবপঃরড়হ)				
	১. আমানত গ্রহন (ঝধারহমং ঈড়ষষবপঃরড়হ)				
	বাধ্যতামূলক আমানত (ঋড়ৎপব ঝধারহমং)	-	-	#উওঠ/০!	
	স্বেচ্ছা আমানত (ঠড়ষঁহঃধৎু ঝধারহমং)	২০২,২৫৮,০০০	২৭৪,৮৭২,১৭৪	১৩৫.৯০%	১৯২,৩১০,৯২০
	মেয়াদী আমানত (ঋরীবফ ড়ভ উবঢ়ড়ংরঃ)	-		#উওঠ/০!	
	মোট	**২০২,২৫৮,০০০**	**২৭৪,৮৭২,১৭৪**	**১৩৫.৯০%**	**১৯২,৩১০,৯২০**
	ঋণ গ্রহন				
	২. পিকেএসএফ ঋণ (চকঝঋ খড়ধহ)	-	-	#উওঠ/০!	
	৩. ব্যাংক ঋণ (ইধহশ খড়ধহ)	১১০,০০০,০০০	১১৬,০৫৮,০০০	১০৫.৫১%	২২৪,৬২৩,৮৭৪
	৪. নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ (খড়ধহ ভৎড়স ঋরহধহপরধষ ওহংঃরঃঁঃরড়হ)	-	-	#উওঠ/০!	

	৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ (খড়ধহ ভৎড়স ঙঃযবৎং ওহংঃরঃঃরড়হ)	-	-	#উওঠ/০!	
	৬. অনুদান (শর্তাধীন) (উড়হধঃরড়হ ঈড়হফরঃরড়হধষ)	-	-	#উওঠ/০!	
	৭. পর্ষদ ঋণ (এবহবৎধষ/ ঊঈ গবসনবৎ খড়ধহ)	-	-	#উওঠ/০!	
	৮. অন্যান্য ঋণ (ঙঃযবৎং খড়ধহ)	৬৪,৫০০,০০০	১৩,০০০,০০০	২০.১৬%	১৩,০০০,০০০
৩	বীমা তহবিল আদায় (ওহংঁৎধহপব ঋঁহফ ঈড়ষষবপঃরড়হ)	৯,২৮৪,০০০	৮,৫৫৮,৬৩০	৯২.১৯%	১৩,১২৬,৯৫০
	মোট	**১৮৩,৭৮৪,০০০**	**১৩৭,৬১৬,৬৩০**	**৭৪.৮৮%**	**২৫০,৭৫০,৮২৪**
৪	তহবিল ব্যবহার (টঃরষবুধঃরড়হ ড়ভ ঋঁহফ)				
	১. * ঋণ বিতরন (টঃরষবুধঃরড়হ ড়ভ ঋঁহফ)				
	গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋন (জগঈ উরংনঁৎংবসবহঃ)	৫৫৭,০৪০,০০০	৫১৬,০৬১,০০০	৯৩%	৭০৫,০৩৩,০০০
	নগর ক্ষুদ্র ঋন (টগঈ উরংনঁৎংবসবহঃ)	-	-	০%	-
	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋন (গঊ উরংনঁৎংবসবহঃ)	-	-	০%	৩১৩,৫৯০,০০০
	মৌসুমী ঋণ (ঝবধংড়হধষ উরংনঁৎংবসবহঃ)	-	-	০%	১০,০০০,০০০
	পশুপালন ঋণ (খরাবংঃড়পশ উরংনঁৎংবসবহঃ)	২৭৮,৫০০,০০০	২০৬,৪২৫,০০০	৬৫%	৭৫,০৪০,০০০
	কৃষি ঋণ (অমৎরপঁষঃঁৎব উরংনঁৎংবসবহঃ)	৯২,৮৬০,০০০	১৩৭,৬১৭,০০০	৬৫%	১৯৬,০৩২,০০০
	অন্যান্য ঋণ (ঙঃযবৎং উরংনঁৎংবসবহঃ)	-	১৬,৯০০,০০০	০%	১৩,০০০,০০০
	মোট	**৯২৮,৪০০,০০০**	**৮৭৭,০০৩,০০০**	**৬৫%**	**১,৩১২,৬৯৫,০০০**
	* ঋণের ধরন অনুযায়ী বিভাজন দিতে হবে				
	২. আমানত ফেরত (ঝধারহমং জবঃঁৎহং)				
	বাধ্যতামূলক আমানত (ঋড়ৎপব ঝধারহমং)	১৩১,৫৮১,০০০	১৭০,৯৩৫,৪১৭	১২৯.৯১%	১১২,২৯০,৪৪৬
	স্বেচ্ছা আমানত (ঠড়ষঁহঃধঙু ঝধারহমং)	-	-	০.০০%	
	মেয়াদী আমানত (ঋরীবফ ফবঢ়ড়ংরঃ)	-	-	০.০০%	
	মোট	**১৩১,৫৮১,০০০**	**১৭০,৯৩৫,৪১৭**	১২৯.৯১%	**১১২,২৯০,৪৪৬**
	৩. ঋণ পরিশোধ (খড়ধহ জবঢ়ধুসবহঃ)				

	পিকেএসএফ ঋণ (চকঝঋ খড়ধহ)	-	-	০.০০%	
	ব্যাংক ঋণ (ইধহশ খড়ধহ)	৪৭,৫০০,০০০	১২৪,১৫০,৯১৬	২৬১.৩৭%	১২০,১০৫,০০০
	নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ (খড়ধহ ভৎড়স ঋরহধহপরধষ ওহংঃরঃঁঃরড়হ)	-	-	#উওঠ/০!	
	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ (খড়ধহ ভৎড়স ঙঃযবৎ ওহংঃরঃঁঃরড়হ)	-	-	#উওঠ/০!	
	অনুদান (শর্তাধীন) (উড়হধঃরড়হ পড়হফরঃরড়হধষ)	-	-	#উওঠ/০!	
	পর্ষদ ঋণ (এবহবৎধষ/ ঊঈ গবসনবৎ খড়ধহ)	-	-	#উওঠ/০!	
	অন্যান্য ঋণ (ঙঃযবৎ খড়ধহ)	-	৪,১৫০,৫৭১	#উওঠ/০!	৫,৫৩০,০০০
	মোট	**৪৭,৫০০,০০০**	**১২৮,৩০১,৪৮৭**	**২৭০.১১%**	**১২৫,৬৩৫,০০০**
৫	বীমা দাবী পরিশোধ (ওহংঁৎধহপব ঝবঃঃষবসবহঃ)	১,৮৫৭,০০০	৬,৯০৩,৩৬২	৩৭১.৭৫%	৫,৩৬১,৩১০
৬	স্থায়ী সম্পদ অর্জনঃ				
	ভূমি ক্রয় (খধহফ চঁৎপযধংব)	-	-	#উওঠ/০!	১,৫০০,০০০
	ভূমি উন্নয়ন (খধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ)	-	-	#উওঠ/০!	৫০০,০০০
	ভবন নির্মান (ইঁরষফরহম ঈড়হংঃৎঁপঃরড়হ)	-	-	#উওঠ/০!	১,৫০০,০০০
	মোটর যান (গড়ঃড়ৎ ঠবযরপষবং)	-	-	#উওঠ/০!	
	আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম (ঋঁৎহরঃঁৎব্ ঋরীঃঁৎবং)	৩০০,০০০	১৩৮,০৭৫	৪৬.০৩%	৬২১,০০০
	অফিস সরঞ্জাম (ঙভভরপব উয়ঁরঢ়সবহঃং)	২০০,০০০	১৮০,০৫৩	৯০.০৩%	৪০১,০০০
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ঊষবপঃৎরপ উয়ঁরঢ়সবহঃং)	৫০,০০০	-	০.০০%	১০৯,০০০
	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ (ঈড়সঢ়ঁঃবৎ্ অপপবংংড়ৎরবং)	৩০০,০০০	৬৭,৫০০	২২.৫০%	-
	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ঈড়সঢ়ঁঃবৎ ঝড়ভঃধিৎব)	-	-	০.০০%	৪০০,০০০
	মোট	**২,৭০৭,০০০**	**৭,২৮৮,৯৯০**	**২৬৯.২৬%**	**১০,৩৯২,৩১০**
৭	**আয় সমূহঃ**				
	১. সার্ভিস চার্জ (ঝবৎারপব ঈযধৎমব)	১০৭,০৩২,৪১০	১০১,৫৬৬,৫৩৪	৯৪.৮৯%	১৪৭,০৭০,৪০৭
	২. বিনিয়োগের সুদ (ওহঃবৎবংঃ ড়ভ রহাবংঃসবহঃ)	১,২০০,০০০	১,৫২৪,৪৭০	১২৭.০৪%	১,৪৬০,০০০

	৩. কর্মী ঋনের সুদ (ঝঃধভভ খড়ধহ ওহঃবৎবংঃ)	৩৫৩,১২০	৩৮৩,৯৯৩	১০৮.৭৪%	৫০০,০০০
	৪. সদস্য ভর্তি ফি (অফসরংংরড়হ ঋববং)	৩৩,০০০	১১৯,০৯০	৩৬০.৮৮%	১৫৭,৫০০
	৫. পাশ বহি বিক্রয় (ঝধষব ড়ভ চধংংনড়ড়শ)	১২৫,০০০	১০২,৬৩০	৮২.১০%	১৫৭,৫০০
	৬. ফরম বিক্রি (ঝধষব ড়ভ ঋড়ৎসং)	৬০,০০০	৫৫,৭২৫	৯২.৮৮%	৯৬,০৩৫
	৭. অনুদান (উড়হধঃরড়হ) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশান	১১০,০০০	-	০.০০%	
	৮. অন্যান্য আয় (ঙঃযবৎ রহপড়সব)	৭০০,০০০	১,০৫৮,৮০৩	১৫১.২৬%	১,৪০০,০০০
	৯. অবলোপনকৃত ঋণ আদায় (জবপড়াবৎু ড়ভ ডৎরঃব ড়ভভ ষড়ধহ)	১০০,০০০	-	০.০০%	
	১০. অন্যান্য প্রকল্প হতে ওভারহেড কস্ট আয় (ঙাবৎযবধফ পড়ংঃ ভৎড়স ড়ঃযবৎং চৎড়মৎধস)	-	-	০.০০%	
	ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় (মেরী প্লাস)	-	-	০.০০%	
	খ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (বিদ্যাবন)	-		০.০০%	
	গ) জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদ	৫০,০০০	৯৬,৫০০	১৯৩.০০%	১০০,০০০
	ঘ) যুব-উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	-	০.০০%	
	ঙ) এনজিও ফোরাম	-	-	০.০০%	
	চ) সাধারন পরিষদ সদস্যদের চাঁদা	৭,৪৪০	-	০.০০%	৭,৪৪০
	মোট আয়ঃ	**১০৯,৭৭০,৯৭০**	**১০৪,৯০৭,৭৪৫**	**৯৫.৫৭%**	**১৫০,৯৪৮,৮৮২**
৮	**ব্যয় সমূহঃ**				
	আর্থিক ব্যয়				
	১১. আমানতের সুদ (ঝধারহমং ওহঃবৎবংঃ)	২৫,১০০,০০০	২৯,৫৩২,১৩১	১১৭.৬৬%	৩৯,৮৫৪,৬৩০
	১২. পিকেএসএফ ঋণ সুদ (ওহঃবৎবংঃ ড়ভ চকঝঋ খড়ধহ)	-	-	০.০০%	-
	১৩. ব্যাংক ঋণের সুদ (ওহঃবৎবংঃ ড়ভ ইধহশ খড়ধহ)	৬,৩৭৫,৪৬৮	৫,২৪৪,৫৯৩	৮২.২৬%	৭,৮০০,০০০
	১৪. পর্ষদ ঋণের সুদ (ওহঃবৎবংঃ ড়ভ ঊঈ খড়ধহ)	-	-	#উওঠ/০!	
	১৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ (ওহঃবৎবংঃ ড়হ ড়ঃযবৎং রহংঃরঃঃরড়হধষ খড়ধহ)	-	-	#উওঠ/০!	
	১৬. অন্যান্য	১,৫২৬,০৬৬	১,৩৪৮,৫৭৮	৮৮.৩৭%	১,৭৪০,০০০

	১৭. মোট আর্থিক ব্যয়ঃ	**৩৩,০০১,৫৩৪**	**৩৬,১২৫,৩০২**	**১০৯.৪৭%**	**৪৯,৩৯৪,৬৩০**
	সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়ঃ				
	১৮. বেতন-ভাতাদি (ঝধষধৎু অষষড়ধিহপবং)	১৪,৮৬২,৫৫৮	১২,৯৪৮,৩৩৩	৮৭.১২%	২২,৮৯৬,৬৬৬
	মূল বেতন (ইধংরপ চধু)	-	-	০.০০%	
	বিশেষ ভাতা (ঝঢ়বপরধষ অষষড়ধিহপবং)	-	-	০.০০%	
	মহার্ঘ ভাতা (উবধৎহবংং অষষড়ধিহপবং)	-	-	০.০০%	
	বাড়ী ভাড়া ভাতা (ঐউঁংব জবহঃ অষষড়ধিহপবং)	৬,৬৮৭,৯৪৯	৬,৪৮৪,০৮৫	৯৬.৯৫%	১১,৪৪৮,৩৩৩
	চিকিৎসা ভাতা (গবফরপধষ অষষড়ধিহপবং)	১,৯০৬,৪৮৫	১,৬৫২,৫৯০	৮৬.৬৮%	২,২৮৯,৬৬৭
	উৎসব ভাতা (ঋবংঃরাধষ অষষড়ধিহপবং)	৩,১৭৭,৪৭৫	২৮৪,৮৬৩	৮.৯৭%	৫৬৯,৭২৬
	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা (জবংঃ জবপৎবধঃরড়হ অষষড়ধিহপবং)	-	-	০.০০%	
	লাঞ্চ ভাতা (খঁহপয অষষড়ধিহপবং)	২,৫৭৩,৬৮৬	-	০.০০%	
	যাতায়াত ভাতা (ঈড়হাবুধহপব অষষড়ধিহপবং)	১,০৬৭,৬৩২	১,০৯৩,৪৭০	১০২.৪২%	২,২৮৯,৬৬৭
	টেলিফোন ভাতা (ঞবষবঢ়যড়হব অষষড়ধিহপবং)	১৪৫,৩৬৩	-	০.০০%	
	শিক্ষা ভাতা (ঊফঁপধঃরড়হ অষষড়ধিহপবং)	-	-	০.০০%	
	ভ্রমন ভাতা (ঞৎধাবষ অষষড়ধিহপবং)	১,৭০৪,৬৩১	-	০.০০%	
	ওভার টাইম (ঙাবৎঃরসব অষষড়ধিহপবং)	-	-	০.০০%	
	অন্যান্য ভাতা (যদি থাকে) (ঙঃযবৎ অষষড়ধিহপবং রভ ধহু)	৮৬৫,৫৬২	৯,১৬৪,২৬০	১০৫৮.৭৬%	১২,৫৬০,৯৪২
	মোট	**৩২,৯৯১,৩৪১**	**৩১,৬২৭,৬০১**	**৯৫.৮৭%**	**৫২,০৫৫,০০০**
	১৯. অফিস ভাড়া (ঐউঁংব জবহঃ)	১,৭০০,০০০	৬৮৫,০০০	৪০.২৯%	১,৪৫০,০০০
	২০. প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারীজঃ	৫০০,০০০	৪৫৬,২৩৭	৯১.২৫%	৮১৮,০০০
	ওহঃবৎবংঃ ড়হ ইধহশ ঊঈ খড়ধহ	-	-	০.০০%	-
	ওহঃবৎবংঃ ড়হ ঐউঁংরহম খড়ধহ	-	-	০.০০%	-
	মুদ্রন ও বই বাঁধাই (চৎরহঃরহম ইরহফরহম)	-	-	০.০০%	-

	ষ্টেশনারীজ, সীল ও ষ্ট্যাম্প	-	-	০.০০%	-
	মোট	**২,২০০,০০০**	**১,১৪১,২৩৭**	**৫১.৮৭%**	**২,২৬৮,০০০**
	২১. ভ্রমন খরচ (ঞৎধাবষ উীঢ়বহংব)				-
	ক) দেশে (উড়সবংঃরপ)	১৫০,০০০	৬০,৫৭৫	৪০.৩৮%	১৩২,২০০
	খ) বিদেশে (ঋড়ৎবরমহ)	-	-	০.০০%	
				০.০০%	
	২২. টেলিফোন ও ডাকঃ			০.০০%	
	টেলিফোন/ টেলেক্স/ ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট (ঞবষবঢ়যড়হব/ ঞবষবী/ ঋধী/ ওহঃবৎহবঃ)	৬৩৯,৭৯৭	৫৫২,৮৯৮	৮৬.৪২%	৯০২,০০০
	ডাক ও কুরিয়ার (চড়ংঃধষ_ ঈড়ঁৎরবৎ ঝবৎারপব)	-	-	০.০০%	
	২৩. মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (জবঢ়ধরৎং_ গধরহঃবহধহপব)	১০০,০০০	৫৩,৪৩৪	৫৩.৪৩%	৯৫,০০০
	অফিস ভবন (ঙভভরপব ইঁরষফরহম)	-	-	০.০০%	
	মোটর যানবাহন (গড়ঃড়ৎ ঠবযরপষবং)	-	-	০.০০%	
	অন্যান্য (ঙঃযবৎং)	-	-	০.০০%	
	মোট	**৮৮৯,৭৯৭**	**৬৬৬,৯০৭**	**৭৪.৯৫%**	**১,১২৯,২০০**
	২৪. জ্বালানী ব্যয় (গড়ঃড়ৎ ঠবযরপষবং)	৪৫০,০০০	১,২৯৪,২০০	২৮৭.৬০%	১,৯৬১,৫০০
	২৫. গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি (এধং, ঊষবপঃৎরপ_ ডধঃবৎ নরষষ)	২৫০,০০০	৪৫২,৮৮৮	১৮১.১৬%	৭৮৮,০০০
	২৬. আপ্যায়ন (উহঃবৎঃধরহসবহঃ)	২৫০,০০০	১৮৩,২৫৮	৭৩.৩০%	২৫৪,৭৫০
	২৭. বিজ্ঞাপন (অফাবৎঃরংবসবহঃ)	৫০,০০০	১৬,০৪০	৩২.০৮%	২৫,০০০
	২৮. পত্রিকা ও প্রকাশনাঃ	-	-	০.০০%	-
	পত্রিকা ও ম্যাগাজিন (ঘবংিঢ়ধঢ়বৎ_ গধমধুরহব)	-	-	#উওঠ/০!	২০,০০০
	বইপত্র ও প্রকাশনা (ইড়ড়শং_ চঁনষরপধঃরড়হ)	-	-	০.০০%	৫০,০০০
	মোট	**১,০০০,০০০**	**১,৯৪৬,৩৮৬**	**১৯৪.৬৪%**	**৩,০৯৯,২৫০**
	২৯. ব্যাংক চার্জ (ইধহশ ঈযধৎমব)	৩০০,০০০	২৭১,৮১৬	৯০.৬১%	৩৫৫,৫০০

	৩০. প্রশিক্ষন ব্যয় (ঞৎধরহরহম ঊঢ়বহংবং)	-	-	০.০০%	-
	স্থানীয় প্রশিক্ষন (খড়পধষ ঞৎধরহরহম)	১০০,০০০	৩৮০	০.৩৮%	৫০৫,০০০
	বৈদেশিক প্রশিক্ষন (ঋড়ৎবরমহ ঞৎধরহরহম)	-	-	০.০০%	
	মোট	**৪০০,০০০**	**২৭২,১৯৬**	৬৮.০৫%	**৮৬০,৫০০**
	৩১. সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ ব্যয় (ঝবসরহধৎ, ঈড়হভবৎবহপব ডড়ৎশংযড়ঢ়)	২০০,০০০	৩০৬,৫৬৭	১৫৩.২৮%	৩৬০,০০০
	৩২. আইন খরচ (খবমধষ ঊঢ়বহংবং)	১৫০,০০০	১০৭,৯৯০	৭১.৯৯%	৩১২,০০০
	৩৩. সভার খরচ (গববঃরহম ঊঢ়বহংবং)	২১০,০০০	১৮৩,০৮৯	৮৭.১৯%	২৩৫,৭০০
	৩৪. নিবন্ধন ফি/ নবায়ন ফি ইত্যাদি (জবমরংঃৎধঃরড়হ ঋবব/ জবহবধিষ ঋববং)	১৫০,০০০	২০৪,৪৬৫	১৩৬.৩১%	৩৬০,০০০
	৩৫. অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় (ঙঃযবৎ ঙঢ়বৎধঃরড়হধষ ঊঢ়বহংবং)	-	-	#উওঠ/০!	-
	৩৬. অডিট ফি (অঁফরঃ ঋববং)	১০০,০০০	১০৫,০০০	১০৫.০০%	১৮০,০০০
	৩৭. পর্ষদ সদস্যদের সন্মানী (ঐড়হড়ৎধৎরঁস ভড়ৎ ঊঈ সবসনবৎ)	১০০,০০০	৬১,৫০০	৬১.৫০%	১৮০,০০০
	৩৮. উরংধংঃবৎ গধহধমবসবহঃ ঋঁহফ	২০০,০০০	-	০.০০%	১০৮,০০০
	৩৯. কর্মসূচী ব্যয় (চৎড়মৎধস ঈড়ংঃ)	-	-	০.০০%	-
	ক) প্রতিবন্ধী সেবা ও পুর্নবাসন কর্মসূচী	১০০,০০০	৬৯,৫০০	৬৯.৫০%	১৮০,০০০
	খ) আর্সেনিক মিটিগেশন কর্মসূচী	-	-	০.০০%	-
	গ) স্যানিটেশন কর্মসূচী	-	-	০.০০%	-
	ঘ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	-	-	০.০০%	-
	ঙ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য (মেরী প্লাস ক্লিনিক)	৫০,০০০	-	০.০০%	৫০,০০০
	চ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (বিদ্যাবন শিশু একাডেমী)	-	-	০.০০%	-
	ছ) কোভিড ১৯ (করোনা ভাইরাস)	-	-	#উওঠ/০!	-
	জ) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদ্‌যাপন	৬১,৫০০	৪৮,৭২০	৭৯.২২%	১০৫,০০০
	ঝ) সফ্‌টওয়্যার বিল	১,০০০,০০০	৭৬৮,৫২০	৭৬.৮৫%	৯৬০,০০০

	৩৯. করঃ (ঞধী)			০.০০%	
	ভূমি কর (খধহফ ঞধী)	-	-	০.০০%	
	আয়কর (ওহপড়সব ঞধী)	-	-	০.০০%	৭৫০,০০০
	অন্যান্য কর (ঙঃযবৎং ঞধী)	-	-	০.০০%	
	কাস্টম শুল্ক/ ভ্যাট (ঈঁংঃড়স উঁঃু/ ঠঅঞ)	২৫০,০০০	৬২৭,৫৭৯	২৫১.০৩%	৩৬৬,৫০০
	মোট	**২,৫৭১,৫০০**	**২,৪৮২,৯৩০**	**৯৬.৫৬%**	**৪,১৪৭,২০০**
	৪০. চাঁদা ও অনুদান (ঝঁনংপৎরঢ়ঃরড়হং্ উড়হধঃরড়হ)	১২০,০০০	১৬৭,৩৮৫	১৩৯.৪৯%	৩৯৭,০০০
	৪১. অবচয় (উবঢ়ৎবপরধঃরড়হ)	৫৫০,০০০	৪৫৩,৯৪৭	৮২.৫৪%	৪৪৯,৩৩৯
	৪২. কস্ট শেয়ারিং বাবদ ব্যয় (ঈড়ংঃ ঝযধৎরহম বীঢ়বহংবং)	-	-	০.০০%	
	৪৩. পরামর্শক সেবা (ঈড়হংঁষঃধহপু ঝবৎথরপব)	৩০,০০০	-	০.০০%	২৪,০০০
	৪৪. মোট পরিচালনগত ব্যয় (ঞড়ঃধষ ড়ঢ়বৎধঃরড়হধষ ঊীঢ়বহংবং)	-	২,৩১৩,৪০৬	০.০০%	৩,৩৫১,০০০
	৪৫. ঋণ ক্ষতি সঞ্চিতি (খড়ধহ খড়ংং চৎড়ারংরড়হ)	৫,০০০,০০০	৭,৬৫৩,৫৮৭	১৫৩.০৭%	৬,১৭৫,৩৭৪
	মোট	**৫,৭০০,০০০**	**১০,৫৮৮,৩২৫**	**১৮৫.৭৬%**	**১০,৩৯৬,৭১৩**
	ব্যয় সমূহঃ	**৭৮,৭৫৪,১৭২**	**৮৪,৮৫০,৮৮৪**	**১০৭.৭৪%**	**১২৩,৩৫০,৪৯৩**
	৪৬. নীট উদ্ধৃত্ত (ঘবঃ ঝঁৎঢ়ষঁং)	**৩১,০১৬,৭৯৮**	**২০,০৫৬,৮৬১**	**৬৪.৬৬%**	**২৭,৫৯৮,৩৮৯**

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা।